জাতীয় সংগীত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি॥

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

বাংলা একাডেমি

সম্পাদক
মুহম্মদ নূরুল হুদা

নির্বাহী সম্পাদক
এ. এইচ. এম. লোকমান

সহযোগী সম্পাদক
ইমরুল ইউসুফ

প্রকাশক
উপপরিচালক
পরিষদ উপবিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রকাশনা সহযোগী
মোঃ শামছুল হক
আসমা আক্তার
পরিষদ উপবিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন হোসাইন
অক্ষর বিন্যাস
ছালমা আক্তার

মুদ্রক
মো. মনিরুজ্জামান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা

প্রকাশকাল
২৫শে আশ্বিন ১৪২৯/১০ই অক্টোবর ২০২২

সূচিপত্র

ভূমিকা

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন ৯

১. অবকাঠামোগত দিক ১০

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন ১০

২.১ বর্ধমান হাউস
২.২ ভাষা আন্দোলন জাদুঘর
২.৩ জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর
২.৪ বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘর
২.৫ লোকঐতিহ্য জাদুঘর
২.৬ আর্কাইভস
২.৭ গবেষণা কক্ষ

৩. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ১৫

৩.১ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শতগ্রন্থমালা প্রকাশ শীর্ষক কর্মসূচি

৪. প্রশিক্ষণ ১৫

৫. তথ্যপ্রযুক্তি ১৬

৬. গ্রন্থাগার ১৭

৭. বাংলা একাডেমি প্রেস ১৮

৮. পত্রিকা ১৮

৮.১ *উত্তরাধিকার*
৮.২ *ধানশালিকের দেশ*
৮.৩ *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*
৮.৪ *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*
৮.৫ *বাংলা একাডেমি বার্তা*
৮.৬ *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*
৮.৭ *দি বাংলা একাডেমি জার্নাল*

৯. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ২৮

৯.১ বাংলা একাডেমির ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন
৯.২ বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভা ২০২১
৯.৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২
৯.৪ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উদ্‌যাপন

১০. আলোচনা অনুষ্ঠান ৩৪
১০.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস
১০.২ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম স্মরণসভা
১০.৩ লেখক ও গবেষক অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শীর ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী
১০.৪ 'শেখ হাসিনার সৃষ্টিশীলতা' শীর্ষক সেমিনার
১০.৫ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক কবি নজরুলকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বরণের সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলা একাডেমির নিবেদন *বিদ্রোহী : শতবর্ষে শতদৃষ্টি*
১১. একক বক্তৃতানুষ্ঠান ৪০
১১.১ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বক্তৃতানুষ্ঠান
১১.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান
১১.৩ কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান
১১.৪ কবি শামসুর রাহমানের ৯৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন
১১.৫ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
১১.৬ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
১১.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের কর্মসূচি
১১.৮ নজরুল বিষয়ক একক বক্তৃতা, নজরুল পুরস্কার-২০২২ প্রদান এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা
১২. অনলাইনভিত্তিক অনুষ্ঠান ৪৮
১২.১ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী
১২.২ 'শোক ও শক্তির মাস আগস্ট ২০২১'
১২.৩ সৈয়দ শামসুল হকের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
১২.৪ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
১২.৫ সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেনের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান
১২.৬ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
১২.৭ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
১২.৮ আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মরণে আলোচনা
১২.৯ আবুল ফজল স্মরণে আলোচনা

১২.১০ কাজী মোতাহার হোসেন স্মরণে আলোচনা
১২.১১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান
১২.১২ কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে আলোচনা
১২.১৩ ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই স্মরণে আলোচনা
১২.১৪ বরেণ্য বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা স্মরণে আলোচনা
১২.১৫ বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু স্মরণে আলোচনা
১২.১৬ কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্মরণে আলোচনা
১২.১৭ বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান

১৩. অমর একুশে বইমেলা ৬২
১৩.১ বইমেলার ইতিহাস
১৩.২ অমর একুশে বইমেলা ২০২২ প্রতিবেদন
১৩.৩ অমর একুশে সেমিনার

১৪. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন ৬৬

১৫. পুনর্মুদ্রণ ৬৯

১৬. প্রকাশনা ৭০

১৭. জনসংযোগ ৭০

১৮. পরিষদ ৭০

১৯. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০২১ প্রদান ৭১

২০. পুরস্কার ৭১
২০.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান
২০.২ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান
২০.৩ মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান
২০.৪ হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার ২০২১ প্রদান
২০.৫ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০২১ প্রদান
২০.৬ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান
২০.৭ অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার ২০২১ প্রদান
২০.৮ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০২২ প্রদান
২০.৯ নজরুল পুরস্কার ২০২২ প্রদান
২০.১০ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

২১. গবেষণা বৃত্তি ৭৬
২১.১ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড
২১.২ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড
২১.৩ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল
২২. প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প ৭৬
২২.১ বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ : অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন
২২.২ 'ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা' শীর্ষক প্রকল্প
২২.৩ 'পুথির লিপ্যন্তর করে বাংলায় বই প্রকাশ এবং পুথিসামগ্রীর ভৌত সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মহাফেজরণ প্রকল্প
২২.৪ 'অনুবাদকর্মের উন্নয়ন : প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা' শীর্ষক প্রকল্প
২২.৫ 'ফোকলোর গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অনুবাদ চর্চাকেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প
২২.৬ 'বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্প
২২.৭ 'গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প
২৩. পরিশিষ্ট ৮০

শুভ সময়,

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের পঁয়তাল্লিশতম বার্ষিক সভায় আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। সাধারণ পরিষদের এই বার্ষিক সভায় আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদসহ বাংলাদেশের সকল গণ-আন্দোলনে আত্মদানকারী বীর শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সর্বমঙ্গলকামী জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

ইতিহাস-পূর্বকাল থেকে বাঙালির বহুমাত্রিক ও বহুতলবিস্তারী সংগ্রামের অবিনাশী ধারা ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর এক অনন্য প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। বহুত্ববাদী চেতনায় দীপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Pluralistic and Luminous Cultural Tradition) ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত বাঙালি জাতিসত্তায় ঋদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি মনীষার নানা মানবমুখী সমন্বয়বাদী উৎসের অনুসন্ধান ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ত কর্মরত। মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনকারী এই বিদ্বৎসভা (learned body) বিগত ৬৭ বছরে শুধু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও সুচারুতার দিক্‌নির্দেশক বাতিঘরেই পরিণত হয়নি, দক্ষিণ এশিয়ার এক বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র (One of the Centres of Excellence of the South Asia) হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা তাই কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক সমাবেশ (Intellectual Gathering) নয়; বরং দেশের সকল অঞ্চল এবং প্রান্ত থেকে আসা বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে একাডেমি প্রাঙ্গণটি হয়ে ওঠে আলোকোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য গবেষণা-নিবিড় কেন্দ্র (Research-Intensive Centre), কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Spread of Activities) অর্থাৎ কেন্দ্রের বাইরে কর্মসূচির সম্প্রসারণ। তৎসহ আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞাপন (International Communication and Exposer) এবং প্রতিভাবান ও প্রশিক্ষিত গবেষক, অনুবাদক ও সংস্কৃতিমনস্ক জনশক্তি গড়ে তোলাই বাংলা একাডেমির লক্ষ্য। গত কয়েক বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে অমর একুশের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতির ফলে এই চার নীতির বহুমাত্রিক বিন্যাস ও বিস্তারের মাধ্যমে একাডেমির একুশ শতকের মিশন ও ভিশনকে গভীরতর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং লোক-মানসের উন্নত মানসম্পন্ন চর্চা, গবেষণা, অনুবাদসহ বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (Intellectual History) রচনা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। একাডেমির সূচনালগ্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ এ কাজ শুরু করেছিলেন ও একাডেমিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা একাডেমির বিগত বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ রেখে বাংলা একাডেমিকে একুশ শতকের উপযোগী একটি প্রবুদ্ধ-

ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এর দুটি প্রধান দিক : ১. সময়োপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ; এবং ২. মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, উদ্ভাবনশীল ও শ্রমনিষ্ঠ, মেধাবী প্রয়াসে তার বাস্তবায়ন।

১. অবকাঠামোগত দিক

অবকাঠামোগত রূপটি মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহজেই অবলোকন করছেন। গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস (১৯০৬) আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবন; আর তার সঙ্গে সংযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন ও কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ। এই মিলনায়তনের পূর্বদিকে সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। পুকুরের চারপাশ সংস্কার করে পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত এবং পুকুরের পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে 'ভাষাশহিদ মুক্তমঞ্চ' ও তৎসংলগ্ন কমপ্লেক্স। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে একাডেমির নজরুল মঞ্চে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রয়ের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং বাংলা একাডেমি লেখক ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচতলা বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন। রয়েছে কবি জসীমউদ্‌দীন ভবন ও গোডাউন ভবন। একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ঢাকার উত্তরায় নিজস্ব ভূমিতে রয়েছে নান্দনিক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত দুটি ১৩ তলা ভবন।

২. কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২.১ বর্ধমান হাউস

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। ভিক্টোরিয়ান গঠনরীতিতে তৈরি বর্ধমান হাউস বাংলা একাডেমির মূল আকর্ষণ। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা যখন প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিবর্তিত হয়, তখন সাবেক হাইকোর্ট ভবন, কার্জন হল প্রভৃতির সঙ্গে এটিও নির্মিত হয়। সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও অতিথিদের বাংলো হিসেবে তখন এটি ব্যবহৃত হতো। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মাহতাব ১৯১৯-২৪ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তাঁকে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বছরে একবার আসতে হতো এবং সে সময় তিনি এ বাড়িতে রাজকীয় অতিথি হিসেবে বসবাস করতেন। সেজন্যই বাড়িটির নাম হয় বর্ধমান হাউস।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই রমনা এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ধমান হাউস এই এলাকার মধ্যে পড়ে। ফলে কিছু সময় এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯২৬ সালে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে বর্ধমান হাউসের একটি অংশে বসবাস করতেন। দোতলার গাড়িবারান্দার ওপরের ঘরটি ছিল তাঁর অফিসকক্ষ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি বর্ধমান হাউসে কিছুদিন ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬ সালে যখন দ্বিতীয়বার ঢাকায় আসেন, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হিসেবে বর্ধমান হাউসে কয়েক দিন অবস্থান করেন। দেশবিভাগের পর এটি পূর্ব বাংলার প্রথম ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ও দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর জনস্বার্থবিরোধী সকল কর্মপন্থা, নীতি ও চক্রান্ত এই বর্ধমান হাউস থেকেই পরিচালিত হতো। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করে একুশ দফা ঘোষণা করা হয়। এই একুশ দফার ষোড়শ দফাতে ছিল বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করার প্রস্তাব। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়। যুক্তফ্রন্টের সাথে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বর্ধমান হাউস ত্যাগ করার পর এটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পরিণত হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক প্রথমে বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে রূপান্তরিত করার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতের প্রাথমিক নির্দেশ দেন। ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর আবু হোসেন সরকার বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমির উদ্বোধন করেন। ১৯৬২ সালে ভবনের মূল কাঠামো এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ভবনটিকে তিনতলা ভবনে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বর্ধমান হাউসের নিচের তলায় 'জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর', দ্বিতীয় তলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর', 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' ও 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ', বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের অস্থায়ী কার্যালয় এবং তৃতীয় তলায় 'লোকঐতিহ্য জাদুঘর' ও 'বাংলা একাডেমি আর্কাইভস' স্থাপিত হয়েছে।

২.২ ভাষা আন্দোলন জাদুঘর

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের দোতলায় অবস্থিত ভাষা আন্দোলন জাদুঘরটি ২০১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**। পৃথিবীর আর কোনো দেশে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর নেই। এই জাদুঘরে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক আলোকচিত্র, সংবাদপত্র, ব্যঙ্গচিত্র, স্মারকপত্র, পুস্তক-পুস্তিকার প্রচ্ছদ এবং ভাষাশহিদদের স্মারকবস্তু সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাদুঘরে প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকার প্রচ্ছদ, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিভিন্ন মিছিলের আলোকচিত্র, মিছিলে বাধা প্রদানকারী সারিবদ্ধ পুলিশবাহিনী,

ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রনেতা শওকত আলীকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আলোকচিত্র, ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে বক্তৃতারত মুহম্মদ আলী জিন্নাহর আলোকচিত্র, পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি, ভাষাশহিদদের আলোকচিত্র, পরিচিতি ও স্মারকবস্তু, প্রথম শহিদ মিনার ও প্রভাতফেরির আলোকচিত্র, রবীন্দ্রনাথের লেখা ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে বাংলাভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলিমদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস প্রবন্ধের অংশবিশেষ প্রভৃতি।

২.৩ জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে। ভাষা সাহিত্যের বাহন আর সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। একটি দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক সর্বোপরি লেখকেরাই মূল শক্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও নিদর্শন, বিখ্যাত লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিকৃতি এবং তাঁদের ব্যবহৃত জিনিস, হাতের লেখা, বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি নিয়ে বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের নিচতলায় জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই জাদুঘরটি উদ্বোধন করেন। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মীর মশাররফ হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লালন শাহ, হাসন রাজা, জসীমউদ্‌দীন, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান প্রমুখ মনীষীর প্রতিকৃতি এবং তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও বিভিন্ন নিদর্শন।

২.৪ বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘর

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘরে পরিদর্শনকারীর সংখ্যা

১. জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১৯০০জন

২. ভাষা আন্দোলন জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ২০০০জন।

উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতির কারণে পরিদর্শনকারীর সংখ্যা কম হয়েছে।

২.৫ লোকঐতিহ্য জাদুঘর

বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের ৩য় তলার পশ্চিম পাশে অবস্থিত লোকঐতিহ্য জাদুঘর। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর ফোকলোরের উপাদান সংগ্রহের দিকে যেমন নজর দেওয়া হয়েছিল তেমনি লোকশিল্প সংগ্রহ করার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে পুরোনো প্রেস ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে লোকঐতিহ্য সংগ্রহশালা নামে সেগুলো প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়। দেশি-বিদেশি ফোকলোর তথা লোকশিল্প-গবেষক বা আগ্রহী ব্যক্তিরা নানা সময়ে এই সংগ্রহশালা থেকে

বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে এরই সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে লোকঐতিহ্য সংগ্রহশালার উন্নয়ন ঘটিয়ে লোকঐতিহ্য জাদুঘর নামে বর্ধমান হাউসে স্থানান্তর করা হয়। অর্থ বিভাগের অনুমোদনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৪-২০১৭ অর্থবছরে 'বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' কর্মসূচি নামে লোকঐতিহ্য জাদুঘরটি পূর্ণাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। লোকঐতিহ্য জাদুঘর বিষয়ভিত্তিক (thematic) জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির সৃষ্টিশীলতাকে উপস্থাপন করে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে জাদুঘরে যেসব উপাদান প্রদর্শিত, সেসবের মাধ্যমে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি তথা লোকঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শনাদি আগামী প্রজন্মের কাছে পরিচিতি পাবে। এই জাদুঘরে রয়েছে লোকজীবনে ব্যবহৃত লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

গাজির পট, শতরঞ্জি, রিকশা পেইন্টিং; কাঠে খোদিত পঞ্চকবির প্রতিকৃতি; নকশিপাখা, নকশিকাঁথা, নকশিশিকা; কাঁসার খোদিত বারকোশ, পিতলের খোদিত কলসি, বদনা, কাঁসা/পিতলের তৈরি টেবিল, ফুলদানি, জায়নামাজ, থালা-বাসন, গেলাস, পঞ্চপ্রদীপ, পানদানি/পানের বাটা, রেকাবি, কুলা, ঝুড়ি, বটি, আতরদানি, গোলাপজল ছিটানোর পাত্র, আফতাবা, দেয়ালের খিলান/থাম; শীতলপাটি, শীতলপাটির নকশা; সাদা সিমেন্টে সরস্বতীর ভাস্কর্য, পিতলের এক জোড়া রাজকীয় ঘোড়া, ব্রোঞ্জের তৈরি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ও মনসা ভাস্কর্য, সাপের বীণ; ঐতিহ্যবাহী জামদানি শাড়ি, জামদানি শাড়ির পাড়; হাঁড়ি; রুপার তৈরি নৌকা; ধাতুর তৈরি নানা ধরনের সামগ্রী; বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র; কাঠের নারিকেল কুরানি, গহনার বাক্স, ঢেঁকি, রেহেল, খড়ম, কাঠের খোদাই দরমা, সিঁদুর কৌটা, কাঠের ঘোড়া, বাঘ, পুতুল, খেলনা; মাটির কলস, পিঠা তৈরির হাঁড়ি, পিঠার ছাঁচ, ঢাকনা, মাটি/পোড়ামাটির তৈরি পুতুল, পাখি, হাঁড়ি, খেলনা, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি; টেপা পুতুল, শখের হাঁড়ি (হাঁড়ি, কলসি, লক্ষ্মীর ঘট, চাক, খুরা, মানা সরা, পূজার ঘট প্রভৃতি), পিলসুজ; বাঁশের ঝুড়ি, ঝাড়ু, ডুলা, ডালা, চালনি, কুলা, ঠুলি, মাথাল, পাখা, চারি, ধামা, পাতি, পেলমেট, গোরুর মুখের ঠুসি, মাছ ধরার ফাঁদ, কলমদানি, তালপাতার ঠুলি; লোহার খুন্তি, বটি; শোলার তৈরি ময়ূরপঙ্খি নাও, মসজিদ, বর-কনে-পালকি, কুমির, পাখি; শাঁখার তৈরি গহনা, লোক-অলংকার যেমন– পুঁতির সাতনরি হার ও সীতাহার, বিছাহার, টিকলি, পায়ের নূপুর, হাতের বাজু, ব্রেসলেট, কানের দুল/লোক-অলংকার (শাঁখা, মাটি, কাঠ, ধাতু, পুঁতির তৈরি)/কাঁকন, হাঁসুলি, মালা/হার, বাঁক খাড়ু/গোল খাড়ু, বিছা, পায়ের মল, শঙ্খবালা, শঙ্খ আংটি, ঝিনুকমালা; মাছধরার সরঞ্জাম, ফসল কাটার সরঞ্জাম; গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবিসংবলিত ১টি বড়ো সাইজের গ্যালারি প্রভৃতি।

২.৬ আর্কাইভস

বর্ধমান হাউসের ৩য় তলার পূর্বপাশে বাংলা একাডেমি মহাফেজখানার অবস্থান। এখানে রয়েছে একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগের পুরাতন

মূল্যবান নথি, পত্রিকা, এ যাবৎকালে বাংলা একাডেমিতে সংঘটিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ফিল্ডওয়ার্ক প্রভৃতির অডিও ও ভিডিওচিত্রের ক্যাসেট প্রভৃতি। তাছাড়া রয়েছে ফোকলোর আর্কাইভসে সংরক্ষিত হাতে লেখা বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি।

২.৭ গবেষণা কক্ষ

গবেষণা উপবিভাগের আওতাধীন বর্ধমান হাউসে জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র স্মৃতিবিজড়িত 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ' ও 'পুথিকক্ষ' এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' রয়েছে। এই কক্ষগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

ক. শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ ও পুথিকক্ষ

বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টাদের পুরোধা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। 'শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষ' এই মহান জ্ঞানতাপসের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। কক্ষটিতে দুর্লভ পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, দুষ্প্রাপ্য পুথি ও পুস্তক রয়েছে। এই কক্ষদুটিতে সংরক্ষিত পুস্তক, মূল্যবান দুর্লভ পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, দুষ্প্রাপ্য পুথিসমূহ আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সেই প্রস্তাবের আলোকে কক্ষে সংরক্ষিত পুথির লিপি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও ডিজিটালকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে।

বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষে অধ্যাপক মোস্তাফা নূরউল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুমসহ বহু খ্যাতিমান মনীষা, গবেষক কাজ করেছেন। দেশি-বিদেশি গবেষক এই গবেষণা কক্ষে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এছাড়া প্রতিদিনই বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গবেষণা কক্ষটি পরিদর্শন করেন। এ বছর গবেষণা কক্ষে ২০০ (দুইশত)জনের বেশি গবেষক মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

খ. নজরুল স্মৃতিকক্ষ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজড়িত বর্ধমান হাউসে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' দর্শনার্থীদের জন্য গবেষণা ও প্রদর্শন-উপযোগী করা হয়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নজরুলের স্মৃতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এই স্মৃতিকক্ষ দেশি-বিদেশি গবেষক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরিদর্শন করেন। এছাড়া প্রতিদিনই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়। এ বছর এই স্মৃতিকক্ষে প্রায় দুই শতাধিক গবেষক মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

৩. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শতগ্রন্থমালা প্রকাশ শীর্ষক কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্থপতি এবং বিশ্বস্বীকৃত এক অবিসংবাদিত নেতা। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। এই মহান নেতার জন্মশতবার্ষিকী সরকারিভাবে উদ্‌যাপনে ব্যাপক আয়োজনে বাংলা একাডেমিও সম্পৃক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত ১০০ (একশত)টি গ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের ফলে নতুন প্রজন্ম দেশ-জাতি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই মহান নেতার অবদান সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে এবং তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে সহায়ক হবে।

এই কর্মসূচি থেকে এ পর্যন্ত ৬৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমির নিজস্ব ফান্ড থেকে প্রকাশিত বইয়ের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

৪. প্রশিক্ষণ

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে ১৯৯২ সালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মধ্য দিয়ে। বাংলা একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত ১৩,৬৫৮জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রী।

গত ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। একাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ : ১. কম্পিউটার বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞান, ২. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ৩. মাইক্রোসফট এক্সেল, ৪. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট এবং ৫. ইন্টারনেট ও ইমেইল।

নিচের সারণিতে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ সময়কালের তথ্য উপস্থাপন করা হলো

কোর্স শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ	সনদ প্রদানের তারিখ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৯তম ব্যাচ	১৮৪	২৬শে আগস্ট ২০২১ থেকে ২৯শে নভেম্বর ২০২১	১৪.০৩.২০২২
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৯০তম ব্যাচ	১৮৪	১৬ই জানুয়ারি থেকে ১১ই এপ্রিল ২০২২	২৬.০৬.২০২২
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৯১তম ব্যাচ	১৬৬	১৮ই এপ্রিল থেকে ৩১শে জুলাই ২০২২	-
মোট	৫৩৪		

৩টি ব্যাচের মোট ৫৩৪জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ১১জন বাংলা একাডেমি কর্তৃক মনোনীত, ৫১৭জন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণার্থী এবং ৬জন বাংলা একাডেমির কর্মচারীর পোষ্য।

৫. তথ্যপ্রযুক্তি

যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। বাংলা একাডেমির তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ এই লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একাডেমির সকল বিভাগে/উপবিভাগে ই-নথি'র ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমার সরকার (My Gov) ওয়েব পোর্টালে বাংলা একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলা একাডেমির সেবা ঘরে বসেই নিতে পারছে। একাডেমির নিজস্ব ওয়েবসাইটে একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, শোকবাণী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অর্জনসমূহ নিয়মিত আপলোড করা হয়। এছাড়া বাংলা একাডেমির সকল অনুষ্ঠান বর্তমানে ফেসবুক লাইভে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১১০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করেছে। ক্রমান্বয়ে একাডেমির সর্বস্তরে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের পরিকল্পনাও রয়েছে।

এই উপবিভাগ থেকে একাডেমির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ প্রদত্ত এপিএএমএস সফট্ওয়্যার পরিচালনাসহ বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও বাংলা একাডেমির বিক্রয় ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে কাস্টমাইজড সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র ও ডিজিটাল বিক্রয়-বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের মাঝে বাংলা একাডেমির সেবাসমূহ আরো সফলভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

অমর একুশে বইমেলাকে ডিজিটাল সেবার আওতায় আনার মাধ্যমে আরো জনবান্ধব ও আধুনিক করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগের সহায়তায় সফলতার সাথে বইমেলা ২০২২-এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সফটওয়্যার প্রণয়ন ও এর সার্ভার পরিচালনা করা হয়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় বইমেলা ২০২২-এর লটারি কার্যক্রমও সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বইমেলা চলাকালীন ক্রেতা-দর্শনার্থীরা খুব সহজে যেনো বইমেলায় স্টলের অবস্থান ও স্টল নাম্বার খুঁজে বের করতে পারে সেজন্য অমর একুশে বইমেলার পৃথক ওয়েবসাইট তৈরি ও এর সার্ভার পরিচালনা করা হয়। এগুলোর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি উপবিভাগ প্রায় সারাবছরই নিয়মিত সেবা প্রদান করে। যেমন–একাডেমির ওয়েবসাইট

হালনাগাদকরণ, একাডেমির সকল অনুষ্ঠানে সদস্যদের মোবাইলে খুদে বার্তা প্রেরণ, একাডেমির সকল অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ও প্রেস রিলিজ একাডেমির ফেসবুক পেইজে পোস্ট করাসহ সকল প্রকার অনলাইন মিটিংয়ে প্রযুক্তিক সেবা প্রদান প্রভৃতি।

৬. গ্রন্থাগার

ক. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশি-বিদেশি মোট ৮৯৭টি বই সংগৃহীত হয়েছে।

এছাড়া বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভবনের দ্বিতীয় তলায় পশ্চিম পার্শ্বে "হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু" নামে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মেলা থেকে প্রাপ্ত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ৪১৭টি বই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে লেখা ১৯টি বই, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে নিয়ে লেখা ৬২টি বই ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ২২১টি বই "হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু" কর্নারে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু পরিবার ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৮৫টি বই "হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু" কর্নারে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশকদের নিকট থেকে সৌজন্য হিসেবে প্রাপ্ত আরো ৬০টি বই "হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু" কর্নারে সংযোজিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকাশকের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক আরো বই সংগ্রহের কাজ চলছে।

খ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৬টি জাতীয় দৈনিক এবং সৌজন্য হিসেবে প্রাপ্ত ২০টি সাময়িকী সংরক্ষণ করা হয়েছে।

গ. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৭১৪জন পাঠক/গবেষককে সেবা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতির কারণে পাঠক সমাগম কম হয়েছে।

ঘ. বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার বিভাগ লেখক শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৮.০৯.২০২১ থেকে ৩০.০৯.২০২১ তারিখ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী গ্রন্থ-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গ্রন্থ-প্রদর্শনীতে লেখক শেখ হাসিনা রচিত ২৩টি ও সম্পাদিত ১৮টি এবং লেখক শেখ হাসিনাকে নিয়ে রচিত ৯৬টি ও লেখক শেখ হাসিনাকে নিয়ে সম্পাদিত ৬৭টি গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থ-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অনুবাদক রাশিদ আসকারী এবং বাংলা

একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে সৃষ্টিশীল 'শেখ হাসিনা' শীর্ষক একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

ঙ. "বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ : অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থী, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সকল শ্রেণির পাঠক গ্রন্থাগারের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এর ফলে মনোরম পরিবেশে ডিজিটাল সুবিধাসম্পন্ন গ্রন্থাগারে দেশ-বিদেশের কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও গুণীজনের বই-পাঠ, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও গবেষণা বৃদ্ধি পাবে; এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর ও প্রতিবন্ধীদের গ্রন্থাগারে এসে বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এতে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. বাংলা একাডেমি প্রেস

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৪ ধরনের কার্ড, খামের কাজ, *উত্তরাধিকার*, *ধানশালিকের দেশ*, *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*, *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, *বাংলা একাডেমি অনুবাদ পত্রিকা*, *বাংলা একাডেমি জার্নাল* এবং *বাংলা একাডেমি বার্তা*সহ ৮ প্রকারের মোট ২৪টি পত্রিকা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ সিরিজগ্রন্থ, বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগ ও পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত ৫৮টি গ্রন্থের ১৯৭২ ফর্মার মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রেসে ঐ সমস্ত গ্রন্থ/পত্রিকার মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ মোট ৳ ১,৫৮,৭৯,৫৪২.০০ (এক কোটি আটান্ন লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ) টাকার বিল করা হয়েছে।

এছাড়াও বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে *Bangla Academy English Bangla Dictionary* ৯,০০০ (নয় হাজার) কপি, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* ১০,০০০ (দশ হাজার) কপি, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* ৬,০০০ (ছয় হাজার) কপি, *কারাগারের রোজনামচা* ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) কপি ও *আমার দেখা নয়াচীন* গ্রন্থের ২০,০০০ (বিশ হাজার) কপিসহ বঙ্গবন্ধু সিরিজের কিছু বই মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮. পত্রিকা

৮.১ *উত্তরাধিকার*

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে *উত্তরাধিকার* পত্রিকার ৩ (তিনটি) সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমির সৃষ্টিশীল সাহিত্যপত্র *উত্তরাধিকার* ভাদ্র ১৪২৮ (আগস্ট ২০২১) সংখ্যায় দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে দুটি ক্রোড়পত্র মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমটি বাংলা একাডেমির তৎকালীন সভাপতি ও সাবেক মহাপরিচালক প্রয়াত শামসুজ্জামান খান এবং দ্বিতীয় ক্রোড়পত্র বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক প্রয়াত হাবীবুল্লাহ সিরাজীকে নিয়ে। শামসুজ্জামান খানের জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখেছেন পবিত্র সরকার, সেলিনা হোসেন, আবুল মোমেন, আবুল আহসান চৌধুরী, জাকির তালুকদার, সাইমন জাকারিয়া, পিয়াস মজিদ। হাবীবুল্লাহ সিরাজীর জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখেছেন নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ নূরুল হুদা, ফরিদ আহমদ দুলাল, কামাল চৌধুরী, তপন বাগচী, টোকন ঠাকুর, ওবায়েদ আকাশ, শামীম রেজা ও মোজাফ্ফর হোসেন গৃহীত হাবীবুল্লাহ সিরাজীর দুটি সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে। কবিতা, গল্প এবং মনস্তত্ত্ব, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে লেখা আছে এ সংখ্যায়।

উত্তরাধিকার পৌষ ১৪২৮ (ডিসেম্বর ২০২১) সংখ্যাটিতে রয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন। নূহ-উল-আলম লেনিন লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার স্বপ্ন ও রাষ্ট্রচিন্তা', আবুল মোমেন 'শতবর্ষ ও সুবর্ণজয়ন্তীর মোহনায় দাঁড়িয়ে', কামাল চৌধুরী 'কবিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' এবং মুহাম্মদ সামাদ লিখেছেন 'আমার বঙ্গবন্ধু ও মুজিববর্ষ।' আরো একটি বিশেষ আয়োজন রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও 'বিদ্রোহী' কবিতার একশ বছর পূর্তি নিয়ে। 'বিদ্রোহীর পটভূমি ও দ্রোহসারাৎসার' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন মনিরুজ্জামান, সাদ কামালী লিখেছেন 'বিদ্রোহীর ভাষা ও রুদ্র পুরাণ সমাচার' শীর্ষক প্রবন্ধ; মুদ্রিত হয়েছে হাবিবুল্লাহ ফাহাদ গৃহীত কবি মহাদেব সাহার সাক্ষাৎকার ও স্বকৃত নোমান গৃহীত প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার; আছে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প; সংগীত, ভ্রমণ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি নিয়ে লেখা।

উত্তরাধিকার চৈত্র ১৪২৮ (মার্চ ২০২২) সংখ্যাটিতে ছাপা হয়েছে মতিন রায়হান গৃহীত চলচ্চিত্রকার, লেখক, সাংবাদিক ওবায়েদ উল হকের অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার। ভাষাসৈনিক, সাংবাদিক, কবি ও গীতিকার তোফাজ্জল হোসেনকে নিয়ে 'কবি ও ভাষাসংগ্রামী' শিরোনামে লিখেছেন শফি আহমেদ, আবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন 'সৈয়দ আবুল মকসুদ : বিচিত্র অন্বেষার ভুবন' শীর্ষক প্রবন্ধ, কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকর্ম নিয়ে 'ইলিয়াসের সংলাপ, সংলাপের ইলিয়াস' শিরোনামে লিখেছেন শহীদ ইকবাল। শিবনারায়ণ রায়কে নিয়ে 'বাংলার রেনেসাঁসের সর্বশেষ দীপ' শিরোনামে লিখেছেন রাজীব সরকার, শাহানাজ পারভীন লিখেছেন 'শহীদুল জহিরের উপন্যাস : ভাষাস্বাতন্ত্র্য'

শীর্ষক প্রবন্ধ। বিজ্ঞান বিষয়ে লিখেছেন আসিফ, দর্শন বিষয়ে রায়হান রাইন ও কামরুল আহসান। প্রতি সংখ্যার মতো এই সংখ্যায়ও রয়েছে গল্প, কবিতা, ভ্রমণসহ অন্যান্য বিষয়।

৮.২ *ধানশালিকের দেশ*

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে *ধানশালিকের দেশ* পত্রিকার ৪ (চার)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

ধানশালিকের দেশ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১ [যুগ্ম সংখ্যা]

ধানশালিকের দেশ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১ [যুগ্ম সংখ্যা] গত সেপ্টেম্বর ২০২১-এ প্রকাশ পেয়েছে। প্রতি সংখ্যায় মতো এ সংখ্যায় শিশু-কিশোর উপযোগী বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক চিত্তাকর্ষক রচনায় সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি রচনার সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক অলংকরণ।

বর্ধিত কলেবরের এই যুগ্ম সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে– খ্যাতিমান পাখিবিশারদ ও লেখক ইনাম আল হকের লেখা 'অ্যান্টার্কটিকা ভ্রমণের ভাগ্য'; বিশিষ্ট লেখক ও গল্পকার শাহ্জাহান কিবরিয়ার গল্প 'জন্মদিনের উপহার'; গল্পকার সিরাজউদ্দিন আহমেদের গল্প 'অর্ক নিখোঁজ'; কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের গল্প 'জলঢাকার সোনালি দিন'; গাজী আজিজুর রহমানের গদ্য 'সত্যজিৎ শতবর্ষ'; সাহিত্যিক আলী ইমামের লেখা নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী মাওরিদের উপকথা 'আগুন আনল মাউই'; অধ্যাপক ও লেখক মুনতাসীর মামুনের ধারাবাহিক রচনা 'বিদ্রোহী বাঙালি'; লেখক হাসান হাফিজের গদ্য 'স্যার আইজ্যাক নিউটন'; শিশুসাহিত্যিক আমীরুল ইসলামের গদ্য 'বাবার সরলতা'। ছড়া/কবিতা লিখেছেন–সিরাজুল ফরিদ, মাহমুদউল্লাহ, নির্মলেন্দু গুণ, শিহাব সরকার, কামাল চৌধুরী, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, ফারুক নওয়াজ, লুৎফর রহমান রিটন প্রমুখ কবি ও ছড়াকার। এছাড়া প্রবীণ ও নবীন অসংখ্য লেখক, কবি ও ছড়াকারের গল্প, কবিতা ও ছড়ায় সমৃদ্ধ ছিল সংখ্যাটি।

ধানশালিকের দেশ : বর্ষ ৪৯ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

ধানশালিকের দেশ ৪৯ বর্ষ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১ [যুগ্ম সংখ্যা] গত ডিসেম্বর ২০২১-এ প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটি শেখ রাসেল সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখায় সমৃদ্ধ ছিল। এ সংখ্যার শিশু শেখ রাসেল সম্পর্কিত ছড়া/কবিতা, গল্প, গদ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক রচনায় সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি রচনার সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক অলংকরণ।

বর্ধিত কলেবরের বিশেষ এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের 'কারাগারের রোজনামচা'য় শেখ রাসেল', মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গদ্য 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা'; বঙ্গবন্ধুকন্যা

শেখ রেহানার গদ্য 'রাসেল আমাদের ভালোবাসা'; কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের লেখা 'রাসেলের মুক্তি'; অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষের লেখা 'রাসেলের জন্য ভালোবাসা'; লুৎফর রহমান রিটনের নিবন্ধ 'চোখ ভেসে যায় জলে'। মুদ্রিত হয়েছে রফিকুর রশীদের 'ইচ্ছেঘোড়া; ঝর্না রহমানের 'লাল-নীল সাইকেল'; নাসিমা আনিসের 'শীতের বাঘিয়া নদী আর লাল মাফলার'; জাকির তালুকদারের 'জন্মদিন'; মনি হায়দারের 'রাসেল রাসেল ডাক পাড়ি'; শাহ্নাজ মুন্নীর 'টমির জবানবন্দি'; মাহবুব রেজার 'এই গল্পটা রাসেলের'; আহমেদ রিয়াজের 'রাসেলের বন্ধুবান্ধব'। শেখ রাসেল সম্পর্কিত গ্রন্থপরিচিতিমূলক লেখা 'শেখ রাসেলকে নিয়ে বই' লিখেছেন শামস্ নূর। ছড়া/কবিতা লিখেছেন—সুকুমার বড়ুয়া, ফজল-এ-খোদা, সিরাজুল ফরিদ, মাহ্মুদউল্লাহ, মাকিদ হায়দার, মুহম্মদ নূরুল হুদা, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গোপ, শিহাব সরকার, ফারুক মাহমুদ, নাসির আহমেদ, ইকবাল আজিজ, জয়দুল হোসেন, ফরিদ আহমেদ দুলাল, কামাল চৌধুরী, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, আসলাম সানী, ফারুক নওয়াজ, ওমর কায়সার, রহীম শাহ, হাসনাত আমজাদ, মিনার মনসুর, হাফিজ রশিদ খান, আমীরুল ইসলাম, খালেদ হোসাইন, আনজীর লিটন, রাশেদ রউফ প্রমুখ ছড়াকার ও কবি। এছাড়া প্রবীণ ও নবীন অসংখ্য লেখক, কবি ও ছড়াকারের গল্প, কবিতা ও ছড়ায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ ছিল।

ধানশালিকের দেশ : বর্ষ ৫০ সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

ধানশালিকের দেশ বর্ষ ৫০ সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ গত মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটি বিষয়ভিত্তিক বিচিত্র লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। এ সংখ্যার বিভিন্ন লেখার পাশাপাশি প্রতিটির সঙ্গে রয়েছে প্রাসঙ্গিক অলংকরণ।

সংখ্যাটির উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে অধ্যাপক ও লেখক মুনতাসীর মামুনের ধারাবাহিক রচনা 'বিদ্রোহী বাঙালি'; খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত হোর্হে লুইস বোর্হেসের গল্প 'রাজপ্রাসাদের রূপকথা'; মাসুদুজ্জামানের ভাবানুবাদে ইতালো কালভিনোর গল্প 'সাহসী ফজলু'; জফির সেতুর গদ্য 'নজরুলের বিদ্রোহী'; আ ন ম আমিনুর রহমানের নিবন্ধ 'রাঙামুড়ি হাঁসের খোঁজে'; সালেহা চৌধুরীর লেখা 'প্যান্ডোরার বাক্স ও প্রমিথিউস'; মঞ্জু সরকারের গল্প 'জোড়া হাঁসের গল্প'; এছাড়া রয়েছে নবীন লিখিয়েদের লেখা। ছড়া/কবিতা লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, অসীম সাহা, আইউব সৈয়দ, দুখু বাঙালসহ আরো কয়েকজন কবি। এছাড়া প্রবীণ ও নবীন অসংখ্য লেখক, কবি ও ছড়াকারের গল্প, কবিতা আর ছড়ায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ ছিল।

ধানশালিকের দেশ : বর্ষ ৫০ সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০২২

ধানশালিকের দেশ বর্ষ ৫০ সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০২২ গত জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে খ্যাতিমান

পাখিবিশারদ ও লেখক ইনাম আল হকের লেখা 'একশো বছর পর সুমেরু এলাম'; আ.শ.ম. বাবর আলীর লেখা গল্প 'আনারকলি আর লালপরি'; আলী ইমামের লেখা আফ্রিকা ঘানার কাতাঙ্গা আদিবাসী কাহিনি 'তাহলে বড় কে'; সাইমন জাকারিয়ার লেখা ভ্রমণকাহিনি 'মার্ক টোয়েনের বাল্যকালের স্মৃতিময় বাড়িতে'; হাসান হাফিজের গদ্য 'বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন : শিকড় থেকে শিখরে'; ওমর কায়সারের গল্প 'আমার আরেক জনমের বাবা'; হাফিজ রশিদ খানের সংগ্রহ ও রূপান্তরে আমাদের দেশের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোককাহিনি 'লংসং ফুলে খোঁপা সাজানো হলো না মেয়েটার'; মূল ফারসি ভাষা থেকে শাকির সবুর অনূদিত ইরানি লেখক সামাদ বেহরাঙ্গির গল্প 'ছোট্ট কালো মাছ'। ছড়া/কবিতা লিখেছেন–মাহবুব সাদিক, ফারুক মাহমুদ, বিমল গুহ, গোলাম কিবরিয়া পিনু, সোহরাব পাশা, মাহমুদ কামাল, হাসনাত আমজাদ, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, আমীরুল ইসলাম, হেনরী স্বপন, সুমন বনিক, মুজিব ইরম, রোমেন রায়হান, আলফ্রেড খোকন, শামীম রেজা, ব্রত রায় প্রমুখ কবি ও ছড়াকার। এছাড়া প্রবীণ ও নবীন অসংখ্য লেখক, প্রাবন্ধিক, কবি ও ছড়াকারের লেখায় সমৃদ্ধ ছিল সংখ্যাটি।

৮.৩ *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণা ত্রৈমাসিক *বাংলা একাডেমি পত্রিকার* দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলো হচ্ছে ৬৫ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা , জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ এবং ৬৫ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১। সংখ্যাগুলোর সম্পাদক মুহম্মদ নূরুল হুদা, নির্বাহী সম্পাদক মোবারক হোসেন, সহকারী সম্পাদক মামুন সিদ্দিকী।

সংখ্যাগুলোতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, নাটক ও চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত সংখ্যায় রয়েছে ১৭টি প্রবন্ধ। প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইতিহাস, নারী অধিকার, বঙ্গবন্ধু, কথাসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, নাটক, চিত্রকলা ও স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতি। এ সংখ্যায় ইতিহাস সংক্রান্ত প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে কাজী সুফিউর রহমানের 'মুর্শিদাবাদের ওসোয়াল জৈন সমাজের চিন্তা-চেতনার ধারা'।

নারী অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে মোছা. রূপালী খাতুনের 'সতীদাহ প্রথা : বাংলার হিন্দুসমাজের একটি নির্মম বাস্তবতা' ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের 'রোকেয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা : একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা'। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুবিষয়ক প্রবন্ধ হচ্ছে মোহাম্মদ সেলিমের 'বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা', কুদরত-ই-হুদার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'আউট বুক' পড়াশুনা ও রবীন্দ্র-প্রিয়তা : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ'।

মুক্তিযুদ্ধের কথাসাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে মারুফা আখতারের '*রাইফেল রোটি আওরাত* : মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন', পপি বিশ্বাসের 'হাসান আজিজুল হকের *নামহীন গোত্রহীন* : স্বাধীনতার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির স্বরূপ', সিরাজাম মুনিরার 'সেলিনা হোসেনের যুদ্ধ : মুক্তিসংগ্রামের অবিনাশী চেতনা'।

কথাসাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে–মোহসিনা হোসাইনের 'সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা', সরোজকুমার ঘোষের 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কথাসাহিত্যে চেতনার অন্তঃশীল প্রবাহের অনুষঙ্গ'। রবীন্দ্রনাথ, ছড়া ও প্রবন্ধসংক্রান্ত প্রবন্ধ হচ্ছে আকলিমা খাতুন লিনার 'শামসুর রাহমানের ছড়াসাহিত্য : বিষয়বৈচিত্র্য', বিজয় বসাক, মোঃ আশিকুর রহমানের 'রবীন্দ্রনাথের আইনি ভাবনা : সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিত' এবং মোছা. আমিনা খাতুন 'যতীন সরকারের প্রবন্ধ : রাজনীতি-প্রসঙ্গ'।

নাটক ও চিত্রকলাবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে আরিফ হায়দারের 'দুই বাংলায় *রক্তকরবী* : নানাকথার ইতিকথা' ও মোঃ আশিকুর রহমান লিয়নের 'অভিনয়শিল্পের বিবিধ প্রকরণ', সীমা ইসলামের 'অবনীন্দ্রসৃষ্টির অভ্যন্তরে নন্দনতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ'। স্থানীয় ইতিহাস সংক্রান্ত প্রবন্ধ মোজাম্মেল বিশ্বাসের '*নওরোজ* সাহিত্য পত্রিকা : দিনাজপুরে সাহিত্যচর্চার বাতিঘর'।

*বাংলা একাডেমি পত্রিকা*র ৬৫ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে ১৮টি প্রবন্ধ। প্রবন্ধসমূহের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা, আবৃত্তি, লোকসংস্কৃতি ও বাংলা প্রকাশনা।

এ সংখ্যায় ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে নূহ-উল-আলম লেনিনের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : সাম্প্রদায়িকতা ও বিভাজনের রাজনীতি', জফির সেতুর 'সিলেটের তাম্রশাসনে প্রতিফলিত সমাজ ও সংস্কৃতি', শংকর কুমার মল্লিকের 'খাপড়া ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডে শহিদ আনোয়ার হোসেন : জীবন ও সংগ্রাম' এবং মিঠুন সাহার 'মুক্তিযুদ্ধে রফিক বাহিনী : গঠন, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন' এবং চাঁদ সুলতানা কাওছারের 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা : পটভূমি ও তাৎপর্য'।

কথাসাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে–জোবায়ের মোহাম্মদ ফারুকের 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*য়ে উনসত্তরের ঢাকা', সাজিয়া শারমিনের 'সুবোধ ঘোষের ছোটোগল্প : উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা', মোহাম্মদ বিলালউদ্দিনের '*মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত গল্পে সুরমা উপত্যকার জনজীবন', ফাল্গুনী তানিয়ার 'বাংলাদেশের নারী-লেখকদের উপন্যাসে নারীচরিত্র : তুলনামূলক পর্যালোচনা'।

নাটকবিষয়ক প্রবন্ধ কিষান মোস্তফার 'সৈয়দ শামসুল হক ও সেলিম আল দীন : নাট্যশিল্প ভাবনার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ', মামুনুল হকের 'পথনাটক *রাজা এলেন রাজাকার* : পরিপ্রেক্ষিত স্বৈরাচারী রাজনীতি'। কবিতা ও আবৃত্তিবিষয়ক প্রবন্ধ মো. সাইফুজ্ জামানের 'শামসুর রাহমানের কবিতায় নিম্নবর্গ', আহমেদ মাওলার

'*চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া* : রফিক আজাদের দার্শনিক প্রত্যয় ও প্রত্যাবর্তন', নিমাই মণ্ডলের 'কবিতার আবৃত্তিযোগ্যতা : একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা'।

অন্যান্য প্রবন্ধ হচ্ছে–আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়ার 'আবাসভূমির সন্ধানে দুই তাত্ত্বিক : রোকেয়া ও ক্রিস্টিন পিজান', দীপংকর মোহান্তের 'আদি ভট্ট সংগীত : লোকসংগীতের এক বিলুপ্ত ধারা', মারুফা মাহবুবের 'চামড়াশিল্পে নারী উদ্যোক্তা : সমস্যা ও সম্ভাবনা', মোহসিনা ইসলামের 'বাংলা প্রকাশনার উদ্ভব ও বিকাশ : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা'।

৮.৪ *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর বিষয়ক ষাণ্মাসিক *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০২১। এই সংখ্যায় রয়েছে ফোকলোর বিষয়ক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ফিল্ডওয়ার্ক, অনুবাদে আন্তর্জাতিক ফোকলোর, ফোকলোর সাধক, পুস্তক আলোচনা এবং নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর বিষয়ক পর্যালোচনা।

ফোকলোর বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠানের "দারোগ আলী : মুক্তিযুদ্ধের কীর্তিমান লোককাব্যকার", এস এম শামীম আকতারের "বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত জ্ঞানের গুরুত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা", ফাহমিদা সুলতানা তানজীর "নাটকে লোক-আঙ্গিক ও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সহাবস্থান : একটি পর্যালোচনা", মোনালিসা দাশ ও শিখা হালদারের "রাঢ়ভূমি কয়লাখনি অঞ্চল ও লৌকিক দেবী চণ্ডী", মো. গোলাম সারওয়ারের "প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে শবর জনগোষ্ঠী : সাহিত্য ও লিপিমালার আলোকে একটি পর্যালোচনা" এবং নির্ঝর অধিকারীর "পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাদ্যযন্ত্র : সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও প্রয়োগরীতি"।

লালন-সন্ধিৎসু জাপানি গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়ার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন লালন-গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী।

আমিনুর রহমান সুলতান কথা বলেছেন শীতলপাটির শিল্পী গীতেশ চন্দ্র দাসের সঙ্গে।

ফিল্ডওয়ার্ক পর্বে রয়েছে কক্সবাজারের লোকজ খাদ্য নিয়ে মুহম্মদ নূরুল ইসলাম এবং বরিশালের লোকখাদ্য নিয়ে ফারজানা আহমেদের আকর্ষণীয় প্রতিবেদন। দীপাবলী মুখার্জী বলেছেন নাগরিক সংস্কৃতিতে লোকখাদ্যের চর্চা ও বৈচিত্র্যের কথা। আরো আছে সাইমন জাকারিয়া ও নূরুন্নবী শান্তের ক্ষেত্রসমীক্ষাধর্মী প্রবন্ধ "বাংলাদেশের বাউল সম্প্রদায়ের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি : শূন্যক্ষুধার সাধনা"।

অনুবাদ পর্বে ক্যারোল সলোমনের "The Cosmogonic Riddles of Lalan Fakir" প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করেছেন রিফ্‌ফাত সামাদ "লালনদর্শনে মহাজাগতিক প্রহেলিকা" শিরোনামে।

ফোকলোর সাধক পর্বে আমীর আজম খানের বিষয় "মকছেদ আলী সাঁই : জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও পরম্পরা"।

পুস্তক আলোচনা পর্বে মোবার্‌রা সিদ্দিকার "বাংলা লোকাখ্যানে জেন্ডার : ঐতিহ্য ও পিতৃতান্ত্রিকতা" শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেছেন রতন কুমার। মোহাম্মদ শেখ সাদীর "শাহ আবদুল করিম : জীবন ও সংগীত" সম্পর্কে লিখেছেন আজির হাসিব।

নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর অংশে আবু সাঈদ তুলুর প্রতিবেদন "ঐতিহ্যবাহী মাদারগানের আধুনিক থিয়েটার"।

পত্রিকার ৩য় বর্ষ : ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল জুন ২০২২। ফোকলোর বিষয়ক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ফিল্ডওয়ার্ক, অনুবাদে আন্তর্জাতিক ফোকলোর, ফোকলোর সাধক, পুস্তক আলোচনা এবং নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর বিষয়ক নাটকের পর্যালোচনা প্রভৃতি এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত।

ফোকলোর বিষয়ক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে রয়েছে মুহম্মদ নূরুল হুদার "নববর্ষ : ইতিহাস ও নবায়ন:, শেখ মকবুল হোসেনের "লালন ফকির : ভিন্ন জীবন", শর্মিষ্ঠা দে বসুর "লোককথার ভিন্ন আঙ্গিক : রূপান্তরিত গল্পকথা", শিহাব শাহরিয়ারের "ঋতুবৈচিত্র্যময় বাংলার জীবিকা উৎসব", সাইমন জাকারিয়ার "বাংলা ঋতু ও মাসের নাম-বিচার : লোকশ্রুতি ও আভিধানিক সূত্র", মোহাম্মদ শেখ সাদীর "সুফি সংগীত : মানবপ্রেম ও পারমার্থিক ভাবনা", রওশন জাহিদের "নারীর ক্ষমতায়ন প্রপঞ্চ ও লোকসংস্কৃতি", শারমিনা শামস্-এর "মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুর যত্ন : লোকজ জ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা", মুহাম্মদ তসলিম উদ্‌দীনের "আন্তঃপ্রবেশী 'সীমা'তত্ত্ব ও ত্রিপুরা জনজাতির ক্রমপুঞ্জিত লোককথা : একটি তুলনাত্মক বিশ্লেষণ" এবং ফয়সাল হোসেনের "বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে লোকভাষা : একটি অনুভাবনার বিশ্লেষণ"।

সাক্ষাৎকার পর্বে রয়েছে কবিয়াল নির্মল সরকারের সাথে আমিনুর রহমান সুলতানের আলাপচারিতা।

ফিল্ডওয়ার্ক পর্বে লোকসংস্কৃতি গবেষক জেমস আনজুস ঢাকা জেলার আঠারোগ্রামের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বড়োদিনের লোকায়ত অনুষঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

অনুবাদ পর্বে ক্লাইড ক্লোকন-এর "Recurrent Themes in Myths and Mythmaking"-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন রিফ্‌ফাত সামাদ "মিথ-ভাষ্যে এবং নির্মাণে পুনরাবর্তিত বিষয়সমূহ" শিরোনামে।

ফোকলোর সাধক পর্বে বাউল সাধক আলফু দেওয়ান, ফোকলোর-অনুরাগী গুরুসদয় দত্ত, লোকসংস্কৃতি গবেষক ম. মনিরউজ্‌জামান, ফোকলোর সাধক আফসার আহমদ এবং বাউল সাধক উকিল মুন্সী সম্পর্কে লিখেছেন শাকির দেওয়ান, উদয় শংকর বিশ্বাস, সোহেল আমিন বাবু, দীপাবলী মুখার্জী ও আয়শা সিদ্দিকা।

পুস্তক আলোচনা অধ্যায়ে সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত "ভিক্ষুকের গান জীবন-জীবিকার সুরলিপি" শীর্ষক গ্রন্থের আলোচনা করেছেন ওয়াহিদা মোমেন চৌধুরী। ভজন বিশ্বাস বলেছেন সাকার মুস্তাফার "মালাকার সম্প্রদায় ও শোলা শিল্প" শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে।

পত্রিকার শেষ পর্বে নাগরিক মঞ্চে ফোকলোর অংশে রয়েছে 'সাধনা' পরিবেশিত সৈয়দ শামসুল হকের 'চম্পাবতী' নৃত্যনাট্য সম্পর্কে ফাহমিদা সুলতানা তানজীর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা।

পত্রিকার দুটি সংখ্যারই প্রচ্ছদ করেছেন ফারজানা আহমেদ।

২০২১-২২ অর্থবছরে ফোকলোর উপবিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

তারিখ ও অনুষ্ঠান	প্রধান অতিথি/বিশেষ অতিথি/স্বাগত ভাষণ/সূচনা বক্তব্য	আলোচক	অনুষ্ঠানের বিবরণ
১৪.৪.২০২২ বৈশাখী উৎসব ১৪২৯ উদ্‌যাপন	স্বাগত বক্তব্য : মুহম্মদ নূরুল হুদা (মহাপরিচালক মহোদয়)	আমিনুর রহমান সুলতান (উপপরিচালক)	বাউল গান কবিগান আঞ্চলিক গান

৮.৫ *বাংলা একাডেমি বার্তা*

বাংলা একাডেমি বার্তা একাডেমির ত্রৈমাসিক মুখপত্র। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১, জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ এবং এপ্রিল-জুন ২০২২ এই চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এতে একাডেমি আয়োজিত সকল সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণামূলক কর্মসূচির বিশদ ও সচিত্র প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি দেশের খ্যাতিমান লেখক-শিল্পীদের প্রয়াণে একাডেমির শোকবাণী এবং স্মরণসভার খবরও এতে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার যাবতীয় সংবাদ বিবরণসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বইমেলা একাডেমির অংশগ্রহণের তথ্য সন্নিবেশিত হয়। বাংলা একাডেমি অবসরে যাওয়া এবং প্রয়াত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয় *বাংলা একাডেমি বার্তায়*। এই পত্রিকায় নতুন একটি বিভাগ চালু হয়েছে 'আমার বাংলা একাডেমি'। এই বিভাগে দেশের প্রথিতযশা লেখক-বুদ্ধিজীবী এবং একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক, পরিচালক এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণ স্থান পাচ্ছে।

৮.৬ *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকার* ২(দুই)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা* নবপর্যায় বর্ষ ৩ সংখ্যা ১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ সংখ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী

উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ সংখ্যায় অত্যন্ত সুচারুভাবে বিষয় বৈচিত্র্য বিন্যাস করাসহ রয়েল সাইজের পরিবর্তে ডাবল ডিমাই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংখ্যায় সর্বমোট ১৪টি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–মো. আবু সায়েমে-এর মুজিববর্ষে সুবর্ণ কৃষি; আখতারুন নাহার আলো-এর খাদ্য উপাদানের অভাব ও তার প্রতিকার; আখতারুজ্জামান চৌধুরী-এর মহাবিপন্ন তালিপাম প্রজাতি সংরক্ষণ এবং ঔষধি গুণাগুণ; এম আবদুল জলিল-এর রহস্যে ঘেরা সূর্যের কথা; মোঃ আকতার হোসেন-এর ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার ও ফার্মাকোভিজিল্যান্স; মোঃ শাহ এমরান-এর নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ : সমস্যা ও সমাধানের উপায়; মাধব রায়-এর মা গো ধরিত্রী, তোমার বয়স কত? মেহেরুন্নেছা-এর বৈচিত্র্যময় শৈবাল ও তারখাদ্য সম্ভাবনা; অমিতাভ বিশ্বাস-এর বিনয় মজুমদারের কবিতায় বিজ্ঞানচেতনা; তিথি বালা-এর দার্শনিক গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের বিজ্ঞান চেতনা; কবিকল্পা বিশ্বাস-এর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান ভাবনার ভগ্নাংশ; তনুশ্রী মল্লিক-এর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান অবস্থা; এমরান আহমেদ-এর এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের পথে পৃথিবী; তপন বাগচী-এর বই আলোচনা। প্রতিটি লেখাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সচিত্রকরণ করে মুদ্রিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা নবপর্যায়, বর্ষ ৩ সংখ্যা ২, জানুয়ারি ২০২২-জুন ২০২২ সংখ্যাটি জুন ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংখ্যায় সর্বমোট ১৬টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–হাফিজউদ্দীন আহমদ-এর ভিনদেশি চিকিৎসক; অরুণ কুমার লাহিড়ী-এর বাঁশ সংরক্ষণ : মূলনীতি ও গোষ্ঠী; আখতারুন নাহার আলো-এর মানবদেহে প্রোটিনের গুরুত্ব; মো. রফিকুজ্জামান-এর আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং এবং মেরিলিন মনরো; আখতারুজ্জামান চৌধুরী-এর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের কয়েকটি দুর্লভ বৃক্ষ পরিচিতি; খোন্দকার মো. মেসবাহুল ইসলাম-এর রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আমের উৎস ও বৈশিষ্ট্য সন্ধান; এম আবদুল জলিল-এর টেক্সটাইল বর্জ্য : পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি; মো. শাহ এমরান-এর ইসবগুলের ভুষির (Plantago ovata husk) ফাইটোকেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল ও ফার্মাকোলজিক্যাল গুণাগুণ : একটি পর্যালোচনা; উদিতি দাশ-এর কৃষি যন্ত্রপাতি ও বাংলাপ্রবাদ : একটি সমীক্ষা; মাধব রায়-এর নিগৃহীত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান; মেহেরুন্নেছা-এর ইথনোবোটানি বা লোক-উদ্ভিদবিজ্ঞানের যত কথা; শৈলজানন্দ রায়-এর সূর্য থেকে বিদ্যুৎশক্তি : একটি গঠনমূলক রূপান্তরণ প্রক্রিয়া; মো. আবুসায়েম-এর কৃষিবিপ্লবের মহানায়ক; মারুফা আখতার-এর জ্যাঁ পিঁয়াজে এবং লেভভাইগটস্কির শিশু বিকাশতত্ত্ব : মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ; মনিরুজ্জামান রোহান-এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার; মো. মিঠুনমিয়া-এর বিশ্বজলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৬) : সংবাদপত্রে তার প্রতিফলন। প্রতিটি লেখাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সচিত্রকরণ করে মুদ্রিত হয়েছে।

৮.৭ *দি বাংলা একাডেমি জার্নাল*

বাংলা একাডেমির অনুবাদ উপবিভাগ থেকে পঞ্চান্ন শতিবর্ষ *The Banala Academy Journal*-এর যৌথসংখ্যা (দ্বিতীয় বর্ষদ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০২১ তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১)-টি ১লা জানুয়ারি ২০২২ এ প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় *Spotlight on Father of the Nation* সাবহেডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এই অংশের সূচি : Bangabandhu's Two Martyrs' Day Speeches in Translation : *Translated by Ahmed Ahsanuzzaman/* Sardar Fazlul Karim *:* Bangabandhu, *Translated by Alamgir Mohammad/* M. R. Akhtar Mukul: Liberation War, Bangabandhu and the Poet Nazrul. *Translated by Mohammad Shafiqul Islam/* Syed Anwar Husain *:* Administrative Philosophy of Bangabandhu/ Mohammad Nurul Huda: Humanitarian Values of Bangabandhu Sheikh Mujib, *Translated by Rashid Askari/* Poems on Bangabandhu: Annadashankar Roy, Gouriprasanna Mazumdar, Shamsur Rahman, Zillur Rahman Siddiqui, Hayat Mahmud, Nirmalendu Goon, Habibullah Sirajee, Mohammad Nurul Huda, Mohammad Sadik and Kamal Chowdhury.

এই সংখ্যার প্রবন্ধকাররা হলেন : সৈয়দ শামসুল হক, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মোহীত-উল-আলম, আফসান চৌধুরী, মাসুদ মাহমুদ, রাশিদ আসকারী, জাহিদ আখতার, মাইনুল ইসলাম ও রেহেনা পারভীন। বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে গল্প প্রকাশিত হয়েছে ৬টি, যথাক্রমে গল্পকাররা হলেন : সোমেন চন্দ, রাবেয়া খাতুন. আবদুল মান্নান সৈয়দ, সালেহা চৌধুরী, মঞ্জু সরকার ও মনিরুজ্জামান। রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক, মাকিদ হায়দার, মাসুদুজ্জামান ও ফারহান ইশরাকের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও শিহাব সরকার চলচ্চিত্র নিয়ে এবং গ্রন্থ নিয়ে লিখেছেন আবেদীন কাদের।

৯. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

৯.১ বাংলা একাডেমির ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমির ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল ৩রা ডিসেম্বর ২০২১। একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রয়াণে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা ৩রা ডিসেম্বরের পরিবর্তে ২২শে অগ্রহায়ণ ১৪২৮/৭ই ডিসেম্বর ২০২১ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেল ৩:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে *একুশে ও মুক্তিযুদ্ধ : চেতনা ও বেদনার কথা* শীর্ষক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা প্রদান করেন লেখক, গবেষক আবুল মোমেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি প্রবাসে অবস্থান করায় তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। স্বাগত ভাষণ প্রদান

করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ এবং সাংস্কৃতিক অগ্রসরমানতার প্রতীক-প্রতিষ্ঠান।

একক বক্তা আবুল মোমেন বলেন, আজ সমাজের দিকে তাকালে একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং চাহিদার বাস্তবায়নের বদলে দিগ্‌ভ্রষ্টতা, দেশ-মানুষ-ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতার অনটন দেখতে পাই। অনেক উন্নতির মধ্যেও নৈতিক অবক্ষয়, সমাজের চিন্তার জড়তা ও পশ্চাৎগামিতা, উদার মানবিক চেতনার পরাভব আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সাংস্কৃতিক জাগরণের কোনো বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কে এম খালিদ এমপি'র লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য। ছেষট্টি বছর পেরিয়ে এ-কথা দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারি– বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুরক্ষা বিধানের একাডেমিক দায়িত্ব পেরিয়ে বাংলা একাডেমি আজ আক্ষরিক অর্থেই বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক-প্রতিষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমাজ ও স্বদেশ বিনির্মাণে বাংলা একাডেমির কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ আবুল মনসুর বলেন, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পেছনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের যে স্বপ্নপ্রেরণা কাজ করেছে তার পুরোপুরি বাস্তবায়নে আমাদের আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, প্রায় সাত দশকের পরিক্রমায় বাংলা একাডেমি আজ এক আলোক-বৃক্ষের নাম। আমরা বাঙালির এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানকে জাতির মনন-আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যতদিন বাংলাদেশ স্থিত থাকবে, ততোদিনই বাংলা একাডেমি তার প্রকৃত মহিমায় উজ্জ্বল থাকবে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) সায়েরা হাবীব। অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাবেক পরিচালক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, কবি মাহবুব সাদিক, কবি আসাদ মান্নান, কবি মিনার মনসুর, কবি ফারুক মাহমুদ, কথাসাহিত্যিক ঝর্না রহমান প্রমুখ।

সন্ধ্যায় ছিলো বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৯.২ বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভা ২০২১

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভা ৯ই পৌষ ১৪২৮/২৪শে ডিসেম্বর ২০২১ শুক্রবার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বাংলা একাডেমির পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ। প্রয়াত গুণী ব্যক্তিদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব পাঠ ও তাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে নির্ধারিত সভাপতির আসন শূন্য রাখা হয়। ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ফেলো ও সদস্যদের মধ্য থেকে উক্ত সভার সভাপতি হিসেবে বাংলা একাডেমির ফেলো নাট্যজন রামেন্দু মজুমদারের নাম প্রস্তাব এবং সবার সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সভায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট অবহিত করেন। একাডেমির সদস্যবৃন্দ বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনায় অংশ নেন। মহাপরিচালক সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং উত্থাপিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় ২৬শে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সারাদেশ থেকে আগত একাডেমির ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যদের সম্মতিক্রমে অনুমোদন ঘোষণা করেন বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২১-এর সভাপতি রামেন্দু মজুমদার।

সভায় দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ' ২০২১ এবং বাংলা একাডেমি পরিচালিত– 'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার' (দ্বি-বার্ষিক পুরস্কার)-২০২১, 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার'-২০২১, 'মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার' (দ্বি-বার্ষিক পুরস্কার)-২০২১, 'অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার'-২০২১, 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার'-২০২১ এবং 'হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার' (দ্বি-বার্ষিক পুরস্কার)-২০২১ প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ ২০২১ প্রাপ্তরা হচ্ছেন : ১. মতিয়া চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধ), ২. আজিজুর রহমান আজিজ (সাহিত্য), ৩. ভ্যালোরি এ টেইলর (চিকিৎসা, সমাজসেবা), ৪. ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম (শিল্পকলা, যন্ত্রসংগীত), ৫. শেখ সাদী খান (শিল্পকলা, সংগীত), ৬. ম. হামিদ (সংস্কৃতি, নাটক) এবং ৭. গোলাম কুদ্দুছ (সংস্কৃতি সংগঠক)।

পক্ষী-বিশারদ ইনাম আল হক 'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার'-২০২১; ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার'-২০২১; সুকুমার বড়ুয়া 'মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার'-২০২১; নাট্যজন ফেরদৌসী মজুমদার 'অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার'-২০২১; ড. তসিকুল ইসলাম রাজা 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য

পুরস্কার'-২০২১ এবং সৌমিত্র চক্রবর্তী করোনা বৃত্তান্ত বইয়ের জন্য 'হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান লেখক পুরস্কার' ২০২১-এ ভূষিত।

'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার'-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা; 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার'-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা; 'মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার'-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা; 'অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার'-এর অর্থমূল্য এক লক্ষ টাকা; 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার'-এর অর্থমূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা; 'হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান লেখক পুরস্কার' ২০২১-এর অর্থমূল্য ত্রিশ হাজার টাকা।

পুরস্কার ও ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণীজনদের হাতে পুরস্কারের অর্থমূল্য, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা-স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনার আগ্রাসনের মধ্যেও বাংলা একাডেমি সাম্প্রতিক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ নানা গবেষণাকর্ম, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি এবং সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সভাপতির বক্তব্যে রামেন্দু মজুমদার বলেন, বাঙালির প্রাণের প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমিকে ঘিরে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশার অন্ত নেই। এই প্রত্যাশা পূরণে বাংলা একাডেমি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

৯.৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১২ই চৈত্র ১৪২৮/২৬শে মার্চ ২০২২ শনিবার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সকাল ৮:৩০টায় সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. বিনায়ক সেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

স্বাগত ভাষণে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব-উন্নয়নের মহাসড়কে উপনীত। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার যে স্বপ্ন জাগ্রত করেছিলেন, তা-ই আজ বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বমানচিত্রে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির এক বিস্ময়কর শিরোনাম।

মুখ্য আলোচক ড. বিনায়ক সেন বলেন, স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য পরাধীন দেশের মানুষকে যেমন ধারাবাহিকভাবে তৈরি করেছেন তেমনি স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে সমতামুখিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বল্পকালীন শাসনামলে প্রবর্তিত সংবিধান যেমন প্রগতিশীল প্রত্যয় ধারণ করেছে তেমনি তিনি গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বিকাশের সুযোগ রেখে দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সহায়ক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে বাংলাদেশ আজ প্রতিবেশী দেশগুলোকে ছাপিয়ে আর্থসামাজিক অগ্রগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে সাবিহা পারভীন বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষার অগ্রগতি এবং নারীর ক্ষমতায়তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে ঐতিহাসিক অর্জন, তার সুফল দেশের সব প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হোক স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার।

সভাপতির বক্তব্যে সেলিনা হোসেন বলেন, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য যে ত্যাগ এবং রক্ত দিয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নেতৃত্বে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে আমরা শুধু স্বাধীন মানচিত্র এবং পতাকাই অর্জন করিনি; একই সঙ্গে আত্মমর্যাদা, উন্নয়ন এবং অগ্রগতির নতুন নতুন সোপান অতিক্রম করে চলেছি।

৯.৪ বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ বরণ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১লা বৈশাখ ১৪২৯/১৪ই এপ্রিল ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ৮:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্র-চত্বরে নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষবরণ-সংগীত, নববর্ষ বক্তৃতা, কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শিল্পী মাহমুদ সেলিমের পরিচালনায় বর্ষবরণ সংগীত পরিবেশন করে 'সংগীত ভবন'-এর শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। *বাংলা ঋতু ও মাসের নাম-বিচার : লোকশ্রুতি ও আভিধানিক সূত্র* শীর্ষক 'নববর্ষ বক্তৃতা ১৪২৯' প্রদান করেন লোকসাহিত্য গবেষক ও নাট্যকার ড. সাইমন জাকারিয়া। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। কবিতা পাঠ করেন কবি আসাদ মান্নান। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিকশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা একাডেমির প্রয়াত সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী স্মরণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত ভাষণে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, এবারের নববর্ষ ১৪২৯ আমাদের জাতীয় দুটো বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত–একটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও অন্যটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। পহেলা বৈশাখকে

বাঙালি জাতির উত্থান ও বিকাশের সঙ্গে সমন্বিত করে নিতে পারলে এই উদ্‌যাপন যথার্থই আমাদের আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে।

ড. সাইমন জাকারিয়া বলেন, বাংলার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ষড়ঋতু ও বারো মাসের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। লোকায়ত পরিমণ্ডলে প্রাণবন্তঋতুর বৈচিত্র্য ও বারো মাসের পর্ব বিন্যাস কখনো নীরবে, কখনো সরবে উদ্‌যাপিত হয়। এক্ষেত্রে লোকশ্রুতিতে ঋতু ও মাসের নাম, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা প্রচলিত। লোকশ্রুতির আলোকে বাংলা ঋতু ও মাসের নাম-বিচারের সমান্তরালে আভিধানিক সূত্র আলোচনা করলে বাংলা ঋতু ও মাস সম্পর্কে লোকায়ত মানুষের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, নান্দনিক বোধ ও দার্শনিক প্রজ্ঞা প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, বাংলা ঋতু ও মাসের নাম-বিচারের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি লোকায়ত মানুষের লোকশ্রুতি নির্ভর ভাষ্যকে আমলে নেওয়া হয়নি। কিন্তু লোকশ্রুতিনির্ভর ভাষ্যকে অনুসরণ করলে এদেশের লোকায়ত মানুষের মৌলিক জ্ঞানকাণ্ড ও নন্দনবোধ পর্যবেক্ষণ সম্ভব। সেই সঙ্গে বাংলা ঋতু ও মাসের নাম-বিচারে লোকায়ত মানুষ নিজের জীবনাচার, সংস্কৃতি, প্রকৃতি কীভাবে যুক্ত থাকে তা নির্ণয় করা যাবে। অতএব, এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে সেই বিস্তৃত গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন আরো অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সভাপতির ভাষণে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, লোকায়তের শক্তি দিয়ে আমরা সুদূরকাল থেকে পরাভূত করে আসছি সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তিকে। দুবছর বৈশ্বিক মহামারি করোনার কবলে পড়ে আমরা সাড়ম্বরে নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করতে না পারলেও এবার নতুন প্রত্যয় ও অঙ্গীকারে পালিত হচ্ছে বাংলা নববর্ষ ১৪২৯; যা বছরব্যাপী আমাদের শুভবাদী উত্থানের বীজমন্ত্র হিসেবে কাজ করবে।

বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে 'বৈশাখী মেলা ১৪২৯'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বৈশাখী মেলা ১৪২৯-এর আয়োজন করা হয়। ১লা বৈশাখ ১৪২৯/১৪ই এপ্রিল ২০২২ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলা উদ্বোধন করেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিসিক-এর চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

১০. আলোচনা অনুষ্ঠান

১০.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ৩১শে শ্রাবণ ১৪২৮/১৫ই আগস্ট ২০২১ রবিবার সকাল ৭:০০টায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের (অর্ধনমিত) মধ্য দিয়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৯:৩০টায় বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদার নেতৃত্বে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান, পরিচালক, উপপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরপর বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টের শহিদ স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমি পরিচালিত রাজবাড়ীর পদমদীস্থ মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতিকেন্দ্র এবং রংপুরের পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রেও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ স্মরণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ স্মরণে 'শোক ও শক্তির মাস আগস্ট ২০২১' শিরোনামে বাংলা একাডেমির মাসব্যাপী অনলাইন অনুষ্ঠান বেলা ৩:০০টায় শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টের শহিদ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মোঃ আবুল মনসুর। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তিসংগ্রাম' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রাবন্ধিক-গবেষক মফিদুল হক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন। কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ পর্বে স্বরচিত 'বজ্রকণ্ঠ থেমে গেলে' শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন কবি আসাদ চৌধুরী। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা রচিত 'পনেরো আগস্ট' কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিকশিল্পী রূপা চক্রবর্তী এবং কবি আমিনুর রহমান রচিত 'রাসেলের সমান বয়সী' কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিকশিল্পী হাসান আরিফ। 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে' শীর্ষক সংগীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী তিমির নন্দী। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান।

স্বাগত বক্তব্যে মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, পনেরো আগস্টের জাতীয় শোক আজ জাতীয় শক্তি ও জাগরণে উদ্ভাসিত। পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী

অধ্যায় সংশপ্তক বাঙালি জাতির সাম্প্রতিকতম পুনরুত্থান পর্ব। জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের বাঙালি নাগরিকের প্রমিত উচ্চারণ, 'বাঙালির শুদ্ধ নাম শেখ মুজিবুর রহমান।' এ-পথেই আজ আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি জনকের সোনার বাংলার দিকে।

প্রধান অতিথির ভাষণে কে এম খালিদ এমপি বলেন, আগস্ট বাঙালির জন্য শোকের মাস। আগস্ট আবার শক্তি সঞ্চয়েরও মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। তবে ব্যক্তিকে হত্যা করে যে আদর্শকে পরাস্ত করা যায় না, তা আজ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে মোঃ আবুল মনসুর বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর চিন্তা-চেতনা-আদর্শ ও বিশ্বাসে ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। বাঙালিত্বের শুদ্ধ ধারণাই তাঁকে আলোকিত বিশ্বমানবে পরিণত করেছে।

প্রাবন্ধিক মফিদুল হক বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিক্রমায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রায়োগিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন ভাষাভিত্তিক এবং অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ১৯৭৫-এর পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীকগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে বাংলাদেশকে পরাজিত পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তাই আজ বঙ্গবন্ধুকে প্রকৃত স্মরণ মানে তাঁর লালিত আদর্শের বাস্তবায়ন।

আলোচক আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালিকে স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। ধাপে ধাপে দেশবাসীকে তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, বাংলা একাডেমি শোকাবহ আগস্ট মাসে অনলাইনে যে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে তার মর্মবাণী নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

১০.২ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম স্মরণসভা

বাংলা একাডেমির সম্মানিত সভাপতি, ফেলো, সাবেক মহাপরিচালক, বীর ভাষাসংগ্রামী, প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ও জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ৩০শে নভেম্বর ২০২১ প্রয়াত হন। তাঁর স্মৃতিতে বাংলা একাডেমি ৬ই ডিসেম্বর ২০২১ বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে স্মরণসভার আয়োজন করে। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদার সভাপতিত্বে প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন–বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক, ইতিহাসবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, কবি কামাল চৌধুরী, শিল্পী ড. লিনা তাপসী খান, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোল, ভারত-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোনালিসা দাস, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অসীম কুমার দে, বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য ড. মনিরুল ইসলাম খান প্রমুখ। অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিবারের পক্ষ থেকে ভার্চুয়ালি স্মৃতিচারণে অংশ নেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সহধর্মিণী জাহানারা ইসলাম এবং কন্যা মেঘলা ইসলাম।

আলোচকবৃন্দ বলেন, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন অসাধারণ গবেষক। মহান ভাষা-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। ভাষা-আন্দোলনের বহু মূল্যবান আলোকচিত্র তাঁর ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চা, ঢাকার ইতিহাস রচনা, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা, নজরুল-চর্চা এবং বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে তাঁর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। তাঁরা বলেন, একজীবনে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনন্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। আমরা যদি একটি সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান জাতি গঠন করতে পারি তবেই অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন সম্ভব হবে।

পরিবারের সদস্যগণ বলেন, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মতো মানুষ শুধু পরিবারের প্রিয়জনই নন বরং গোটা দেশ ও জাতির আপনজনও বটে। তাঁকে হারিয়ে আমরা যেমন শোকস্তব্ধ তবে শোক কাটিয়ে তাঁর আদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ছিলেন বাংলা একাডেমি পরিবারের একান্ত আপনজন। বাংলা একাডেমির প্রাক্তন মহাপরিচালক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তাঁর কার্যকালে একাডেমির সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। বাংলা একাডেমি প্রণীত ও প্রকাশিত *প্রমিত বাংলাভাষার ব্যাকরণ*-এর তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। বাংলা একাডেমি প্রণীত ও প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*-এর সম্পাদনা পরিষদের সভাপতির গুরুদায়িত্ব পালন করেন রফিকুল ইসলাম। মহাপরিচালক বলেন, বাংলা একাডেমি অচিরেই *রফিকুল ইসলাম রচনাবলি* প্রকাশ করবে।

১০.৩ লেখক ও গবেষক অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শীর ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী

খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শীর ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৬শে আশ্বিন ১৪২৮/১১ই অক্টোবর ২০২১ সোমবার বিকেল ৫:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার

কক্ষে তাঁর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে। আলোচনা করেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এবং অধ্যাপক বদিউর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গোলাম সামদানী কোরায়শীর পুত্র কবি ইয়াজদানী কোরায়শী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে নূরুন্নাহার খানম বলেন, গোলাম সামদানী কোরায়শী একজন বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গীয় মনীষী। তাঁকে স্মরণ মানে আমাদের ইতিহাসের প্রগতিবাদী ধারাকে শক্তিশালী করা।

আলোচকবৃন্দ বলেন, গোলাম সামদানী কোরায়শী ছিলেন মুক্তমনের প্রাজ্ঞপুরুষ। ধর্মীয় শিক্ষা তাঁকে ধর্মের উদার মর্ম আস্বাদন এবং সুমানবিক জীবন গঠনে প্রণোদনা জুগিয়েছে। তাঁরা বলেন, গোলাম সামদানী কোরায়শীর অবদান বহুমাত্রিক। তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* প্রকল্পে কাজ করেছেন, ময়মনসিংহ এবং জাতীয় স্তরে শিক্ষক আন্দোলন সংগঠনে ভূমিকা রেখেছেন। ছড়া, গল্প, নাটক, জীবনী, প্রবন্ধ, অনুবাদ এবং সম্পাদনাকর্মে সমান স্বাচ্ছন্দ্য গোলাম সামদানী কোরায়শীর বহুবিস্তারী মননের পরিচয়বহ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এম খালিদ এমপি বলেন, গোলাম সামদানী কোরায়শী বর্তমানে বহুলপঠিত নন, অনেকটা বিস্মৃত বলা চলে, কিন্তু বাংলাদেশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন লেখক তিনি; তাঁকে নিয়ে এই আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য বাংলা একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য নির্মাণে যে সকল লেখক বুদ্ধিজীবী কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের ঋণ আমরা কিছুটা হলেও শোধ করতে পারি তাঁদের লেখালেখি ও সৃষ্টিশীল কাজের চর্চার মধ্য দিয়ে। তাই গোলাম সামদানী কোরায়শীর মতো মনস্বী লেখকদের নিয়ত ও নিয়মিত চর্চা এবং পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কবি ইয়াজদানী কোরায়শী বলেন, গোলাম সামদানী কোরায়শীকে জাতীয় পরিসরে স্মরণ করে বাংলা একাডেমি একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছে।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, গোলাম সামদানী কোরায়শী একজন রেনেসাঁ-মানব। তাঁর বহুমাত্রিক সৃজনকর্মের মধ্যে *ছোটদের বঙ্গবন্ধু* এবং দুই খণ্ডে অনূদিত *আল মুকাদ্দিমা* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর অসামান্য আত্মজীবনী *সিন্ধুর এক বিন্দু* একটি কালের ইতিহাস ধারণ করেছে।

১০.৪ 'শেখ হাসিনার সৃষ্টিশীলতা' শীর্ষক সেমিনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১৩ই আশ্বিন ১৪২৮/২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২১ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম

সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে 'শেখ হাসিনার সৃষ্টিশীলতা' শীর্ষক সেমিনার ও তিনদিনব্যাপী গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর অধ্যাপক ড. রাশিদ আসকারী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলা একাডেমির পরিচালক ড. জালাল আহমেদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা একাডেমির ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভবনে শেখ হাসিনা রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের ৩ দিনব্যাপী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রদর্শনী ২৮.০৯.২০২১ থেকে ৩০.০৯.২০২১ তারিখ (মঙ্গল-বৃহস্পতিবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত চলে।

অনুষ্ঠানের প্রথমভাগে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী লিলি ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মৃতিকথা থেকে পাঠ করেন বাচিকশিল্পী রূপা চক্রবর্তী।

স্বাগত বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সুনীতি, মানস ও দর্শনের সার্থক উত্তরাধিকার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মৌলিক কারুকৃৎ তিনি। দেশ ও জনগণের মাঙ্গলিক অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনা সবসময় তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথি কে এম খালিদ এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করে চলেছেন। একজন যোগ্য রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কের পাশাপাশি তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক এবং সাহিত্যানুরাগীও বটে। তাঁর লেখায় বাংলাদেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ভাস্বর হয়েছে। তিনি বলেন, শেখ হসিনাকে হত্যা করার জন্য বহুবার চেষ্টা হয়েছে, তবে তিনি সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে জনগণের ভালোবাসায় দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

'শেখ হাসিনা : বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীলতার আলোয়' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে অধ্যাপক ড. রাশিদ আসকারী বলেন, শেখ হাসিনা কেবল তাঁর দলের জন্যই নয়, দেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বটে। বঙ্গবন্ধু যেমন আওয়ামী লীগের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন; সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চূড়ান্ত স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত

করেছিলেন এবং স্বাধীনতা আনয়ন করেছিলেন তেমনি তাঁর রক্ত ও রাজনীতির সুযোগ্য উত্তরাধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনাও তেমনি ষোলো কোটি মানুষকে নিয়ে সবসময় ভাবছেন। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এবং ক্লান্তিহীনভাবে সেসব স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

আলোচক ড. জালাল আহমেদ বলেন, শেখ হাসিনা একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান। তাঁর চার দশকের রাজনৈতিক পরিক্রমায় সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতা থাকাকালে জাতীয় সংসদকে দেশ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন। সাম্প্রতিক করোনা মহামারি মোকাবেলায় তিনি উদ্ভাবনী দক্ষতায় একদিকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনায় যেমন দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন এবং সাফল্য দেখিয়েছেন তেমনি বঙ্গবন্ধু-গবেষণাতেও ইতিহাস-সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কারণেই আমরা বঙ্গবন্ধু রচিত বই এবং বঙ্গবন্ধু বিষয়ে পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সংকলন পাঠ করার সুযোগ পেয়েছি। শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে বৈরী পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে নিজের দলকে সংগঠিত করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছেন। শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনের শুভলগ্নে আমরা তাঁর সুস্থ, নির্ভীক ও অব্যাহত সৃষ্টিশীল জীবন কামনা করি। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি এবার গতানুগতিক পথ বর্জন করে নৈর্ব্যক্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে শেখ হাসিনার মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছে যা অন্যান্যদেরও গুণিজনদের মূল্যায়নে পথ দেখাবে।

১০.৫ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক কবি নজরুলকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বরণের সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলা একাডেমির নিবেদন *বিদ্রোহী : শতবর্ষে শতদৃষ্টি*

১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৪শে মে ২০২২ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বরণের সুবর্ণজয়ন্তী। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালের এই দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার কবি, বাঙালির কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভারতের কলকাতা থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মতোই বাংলাদেশে নজরুলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বরণ করার সুবর্ণজয়ন্তীও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একইসঙ্গে ২০২১ সালে ডিসেম্বরে পূর্ণ হয়েছে নজরুলের কালজয়ী কবিতা 'বিদ্রোহী'র শতবর্ষ।

ইতিহাসের এই অনন্য ক্ষণসমূহকে স্মরণীয় করে রাখতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক কবি নজরুলকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বরণের সুবর্ণজয়ন্তীর দিন ২৪শে মে ২০২২ বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে *বিদ্রোহী : শতবর্ষে শতদৃষ্টি* শীর্ষক সাত শতাধিক পৃষ্ঠার স্মারকগ্রন্থ।

বিদ্রোহী : শতবর্ষে শতদৃষ্টি গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে বাংলা একাডেমির প্রয়াত সভাপতি, নজরুল-সাধক জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের স্মৃতিতে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী মোস্তাফিজ কারিগর।

এই গ্রন্থে কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' রচনার পটভূমি-ইতিহাস, সমকালীন সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি-বিশ্বপরিস্থিতি, বাংলা কবিতা-সাহিত্যে ও সমাজে 'বিদ্রোহী'র সমকালীন এবং উত্তরপ্রভাব, বিশ্বসাহিত্যের কালজয়ী অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'বিদ্রোহী'র তুলনামূলক আলোচনাসহ এ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে একশজন নবীন-প্রবীণ লেখকের লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১১. একক বক্তৃতানুষ্ঠান

১১.১ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৫ই ডিসেম্বর ২০২১ বুধবার একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে সকাল ১১:০০টায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এ. এইচ. এম. লোকমান। শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে একক বক্তৃতা প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ।

স্বাগত বক্তব্যে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে পাক-হানাদাররা বাঙালির বিজয়কে অপূর্ণ করতে চেয়েছিল কিন্তু শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রদর্শিত পথেই বাংলাদেশ আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে একক বক্তৃতায় ডা. সারওয়ার আলী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের পাটাতন নির্মাণে শহিদ বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন; তাই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ইতিবাচক বিনির্মাণে তাঁদের আসন্ন অবদানকে নস্যাৎ করতেই পাক-হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসররা একাত্তরের মার্চ থেকে বিজয়ের উষালগ্ন পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বুদ্ধিজীবীদের হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। বুদ্ধিজীবীদের হারানোর ক্ষত এখনো লেগে আছে বাংলার রক্তভেজা প্রান্তরে। বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শে বাংলাদেশ গঠনই হতে পারে তাঁদের প্রতি জাতির শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতায় ড. আতিউর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসী সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী বাংলাদেশের উপস্থিতি লক্ষ করছে।

আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা, মানবসম্পদ, নারীর ক্ষমতায়নসহ সকল সূচকে সুবর্ণজয়ন্তীর বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে আজ এক সুবর্ণ শিরোনাম।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, বাংলাদেশের আপামর মানুষ কোনো জাগতিক বা বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বরং একটি শোষণহীন, সাম্যবাদী, মানবিক সমাজ গঠনের জন্য তাঁরা মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমরা যদি অগণিত মানুষের এই মূল্যবান আত্মত্যাগের মর্ম অনুধাবন না করি তবে আমাদের সকল স্মরণ ও উৎসব আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হবে।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লায়লা আফরোজ। মুক্তিযুদ্ধের গান পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী শাহীন সামাদ এবং কাদেরী কিবরিয়া।

১১.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ২২শে ফাল্গুন ১৪২৭/৭ই মার্চ ২০২১ রবিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : পটভূমি ও তাৎপর্য' শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য আরমা দত্ত এবং কথাসাহিত্যিক ঝর্না রহমান।

স্বাগত ভাষণে হাবীবুল্লাহ সিরাজী বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য-অসাধারণ ভাষণ। বঙ্গবন্ধু যে পরিস্থিতির মধ্যে এই ভাষণ দিয়েছেন সেটি বিবেচনায় পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ভাষণ দ্বিতীয়টি নেই। এই মহান ভাষণ কেবল মানবিক আবেদনের জন্য নয়, শৈল্পিক কারণেও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু কেবল একটি স্বাধীন জাতির স্বপ্ন উল্লেখ করেই থেমে যাননি; তিনি সেই স্বাধীনতা অর্জনের সমস্ত উপায়ও বলে দিয়েছেন।

একক বক্তৃতায় লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যে রয়েছে এক সংগ্রামী ও ঐতিহাসিক পটভূমি। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও শাসকচক্রের বাঙালি-বিনাশী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শানিত স্বর ছিল–৭ই মার্চের ভাষণ। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সেদিন বাঙালিকে সম্মুখ-সমর ও গেরিলাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেন, এই ভাষণ স্বাধীনতা অর্জনের উপায় এবং স্বাধীনতা

সংহতকরণের নির্দেশনাও বটে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একটি নির্দেশে রক্তাক্ত জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের নাম ৭ই মার্চ।

সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, ৭ই মার্চের মতো এমন দিন কোনো জাতির জীবনে সচরাচর আসে না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মতো এমন ভাষণও অন্য কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রথম সার্থক রূপকার। এ বছর মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মতো আমরা ৭ই মার্চের ভাষণেরও সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি–এ আমাদের পরম অহংকার ও গৌরবের বিষয়।

১১.৩ কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান

কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী স্মরণে বাংলা একাডেমি ২২শে কার্তিক ১৪২৮/৭ই নভেম্বর ২০২১ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতা থেকে আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী আয়েশা হক শিমু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত বক্তব্যে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িকতার প্রসারেও তিনি ভূমিকা রেখে গেছেন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে স্মরণের মধ্য দিয়ে বাংলা একাডেমি এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করেছে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী শুধু ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতার কবি নন, একই সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের এক উজ্জ্বলতম মানুষও ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে *সীমান্ত* পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ফ্যাসিবাদ, শোষণ, আগ্রাসন ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান প্রকাশ করেছেন তারুণ্যের প্রথম প্রভাতেই। প্রবীণ বয়সেও তারুণ্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যুক্ততা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এম খালিদ এমপি বলেন, সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রসারের উন্মত্ততার কালে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্বকে স্মরণের তাৎপর্য অনেক। চট্টগ্রামকেন্দ্রিক প্রগতিশীল শিল্পসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে মাহবুব উল আলম চৌধুরী বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি জোরদারে ভূমিকা রেখেছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতার এই কবির প্রতি জাতি হিসেবে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কাছে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হবে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতার

পাশাপাশি *সীমান্ত* পত্রিকার স্মরণীয় কিছু সংখ্যার জন্যও তিনি ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবেন। নানান সাংগঠনিক যুক্ততার মাধ্যমে তিনি নিজেকে বিস্তৃত করেছেন গণমানুষের মাঝে। সংস্কৃতিকে তিনি সমাজ-পরিবর্তনের শুভ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেছেন।

১১.৪ কবি শামসুর রাহমানের ৯৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ৮ই কার্তিক ১৪২৮/২৪শে অক্টোবর ২০২১ রবিবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট গবেষক ও কবি অধ্যাপক খালেদ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে পাঠ করেন বাচিকশিল্পী ডালিয়া আহমেদ।

স্বাগত বক্তব্যে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, শামসুর রাহমান ছিলেন বর্ণাঢ্য কবিজীবনের অধিকারী। তিনি এবং তাঁর প্রজন্ম আমাদের কবিতাকে আধুনিকতার গভীর ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন।

একক বক্তা অধ্যাপক খালেদ হোসাইন বলেন, শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যিক উন্মেষলগ্ন থেকেই সমসাময়িকদের মধ্যে ছিলেন স্বতন্ত্র। হৃদয়ের আকুতির সঙ্গে পরিপার্শ্বের কোলাহল তাঁর কবিতায় অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। একান্ত পাঠ-উপযোগিতার পাশাপাশি তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে সর্বগামী। তিনি বলেন, জীবন ও জনতা শামসুর রাহমানের কবিতায় নমিত এবং সোচ্চার ভাষাবিন্যাসে ভাস্বর হয়েছে। দেশীয় এবং পাশ্চাত্য পুরাণের অনন্য ব্যবহারে কবিতাকে তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছেন। একই সঙ্গে অসমসাহসে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দশকের পর দশক তিনি কাব্যিক লড়াই চালিয়ে গেছেন। কবিতাকে তিনি জনমানুষের হৃদয়ের প্রিয় বিষয়ে পরিণত করেছেন এবং প্রতিরোধের নন্দনকলায় সকল অসুন্দরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা দিয়ে চলেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, শামসুর রাহমান আমৃত্যু পঙ্কে পদ্ম ফোটানোর সাধনা করেছেন। তাঁর কবিতা বাঙালি জাতিসত্তার কাব্যিক ভাষ্য নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পাকিস্তান আমল থেকে বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রকে তিনি তাঁর কাব্যিক হাতিয়ার দিয়ে মোকাবিলা করেছেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং এরপর এদেশের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে তাঁর কবিতা আমাদের মাঝে উজ্জীবক-অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। তিনি বলেন, কবি শামসুর রাহমান গেরিলা পদ্ধতিতে আজীবন বাংলা, বাঙালিত্ব এবং মানবতার সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন এবং ক্রমশ হয়ে উঠেছেন চিরজীবিত স্বাধীনতার কবি।

১১.৫ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান গবেষক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৬শে আশ্বিন ১৪২৮/১১ই অক্টোবর ২০২১ সোমবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সংস্কৃতি, পত্রিকা ও মিলনায়তন বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) নূরুন্নাহার খানম। 'জাতিস্মর মনীষী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক শিরীণ আখতার। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত বক্তব্যে নূরুন্নাহার খানম বলেন, বাংলা একাডেমি জন্মলগ্ন থেকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে স্মরণ করে আসছে বহুমাত্রিক আয়োজনে। এবার সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতেও আমরা তাঁর নবমূল্যায়নে ব্রতী হয়েছি।

একক বক্তা অধ্যাপক শিরীণ আখতার বলেন, পুথি-সাহিত্যের গবেষণায় সারাজীবন কাটালেও আধুনিক সাহিত্য ও ভাবধারার সঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের নিবিড় পরিচয় ছিল। সবরকম গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি সকলের আপনজন ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আবদুল করিমকে জানতে হলে এবং তার মন-মানস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে তাঁর সংগ্রহ কর্মকাণ্ড, সমগ্র রচনাবলি এবং তাঁর চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, কাজী নজরুলের পূর্বে একজন শীর্ষ মুসলমান বাঙালি মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর ধর্মীয় অনগ্রসরতা কাটিয়ে প্রবল সাম্প্রদায়িকতার ভেতরে হেঁটে হেঁটে কীভাবে তাঁর দেশ-কাল-সমাজকে ডিঙিয়ে অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছেন তা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার! যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আমরা চেয়েছি, তিনি সেই বাংলাদেশের কথা, বাংলা ভাষার কথা বহু আগেই বলেছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আবুল মনসুর বলেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতো মনীষীদের আনুষ্ঠানিকতার বৃত্ত ভেদ করে সবসময়ই স্মরণে রাখতে হবে। কারণ এমন মানুষদের কাছেই আছে আমাদের এগিয়ে যাবার প্রয়োজনীয় রসদ। তিনি বলেন, সাহিত্যবিশারদ সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে পুথি উদ্ধার এবং গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সাধনা ও একাগ্রতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জাতিযাত্রা এবং মানবযাত্রা তাঁর জন্মের সার্ধশত বর্ষ পেরিয়ে আজও বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। সমকালীন সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত

বর্তমানকে গোটা জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছেন এবং ভবিষ্যৎমানতার সঙ্গে আমাদের যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত সাহিত্যবিশারদের জীবন থেকে আমাদের স্বশৃঙ্খলা ও স্ব-ব্যবস্থাপনার শিক্ষা নেয়ার আছে। তাঁর মাতৃভাষা প্রেম, স্বদেশপ্রীতি এবং অসাম্প্রদায়িক জীবনদৃষ্টিই তো ভবিষ্যৎ আলোকিত বাংলাদেশের রূপকল্প।

মুহম্মদ নূরুল হুদা আরও বলেন, ১১ই অক্টোবর বাংলার আরেক শ্রেষ্ঠ সন্তান সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিমের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। আমরা তাঁকেও স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। অচিরেই তাঁর স্মরণে বাংলা একাডেমি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

অনুষ্ঠানে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পরিবারের সদস্য অধ্যাপক নেহাল করিম, এডভোকেট যাহেদ করিম এবং গীতিকবি হাসান ফকরী উপস্থিত ছিলেন।

১১.৬ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৬শে বৈশাখ ১৪২৯/৯ই মে ২০২২ সোমবার সকাল ১১:০০টায় একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতা, 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-২০২২ প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। 'প্রান্তজনের রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাধন ঘোষ। রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্তির অনুভূতি ব্যক্ত করেন অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবিতা আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডালিয়া আহমেদ। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী বুলবুল ইসলাম এবং অণিমা রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদাকে বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-২০২২ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের হাতে পুষ্পস্তবক, সনদ, সম্মাননা-স্মারক ও পুরস্কারের অর্থমূল্য ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার চেক তুলে দেন বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন ও মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মের ১৬১ বছর পর আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর মহাজীবন এবং সৃষ্টিসমুদ্র আমাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয়, বিশ্ববোধে প্রাণিত করে।

অধ্যাপক সাধন ঘোষ বলেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিজুড়ে রয়েছে প্রান্তজনের উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্পে, উপন্যাস, নাটক, গান এবং তাঁর কর্মময় জীবন প্রান্তজনের উপস্থিতি এবং তাদের হিতৈষণায় ভাস্বর। ১৮৯১ সালে জমিদারি

দেখাশোনার জন্য পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে বসবাস শুরু করার পরই গ্রাম-বাংলার প্রান্তিক সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। সে পরিচয়ের অকৃত্রিম ছবি আঁকলেন তিনি তাঁর ছোটোগল্পে। ছোটোগল্পে যেমন, তেমনি শেষ পর্যায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণতই প্রান্তজনের কবি, ব্রাত্য জীবনের চিত্রকর।

রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্তির অনুভূতি প্রকাশ করে অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা বলেন, বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্তি জীবনের বিশেষ অর্জন। এ পুরস্কার রবীন্দ্রগবেষণা ও চর্চায় আরো নিবিষ্ট হওয়ার প্রেরণা জোগাবে।

সভাপতির বক্তব্যে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে বাঙালি এবং বিশ্বমানব। তিনি তাঁর জীবন ও সৃষ্টিতে মূলত পূর্ববঙ্গের প্রান্তজনের হৃদয়ের ছবি এবং সংগ্রামের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন নিপুণ শিল্পীর হাতে। রবীন্দ্র-মহাভুবন মূলত প্রান্তজনেরই ভুবন।

১১.৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের কর্মসূচি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১৭ই মে ২০২২ মঙ্গলবার দুপুর ১:৩০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। শেখ হাসিনাকে নিবেদন করে 'বাঙালির চিত্তে চিরদিন' শীর্ষক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুধু একজন ব্যক্তির প্রত্যাবর্তন নয় বরং ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তাঁর দেশে ফিরে আসা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের অভিযাত্রাকে নিশ্চিত করে।

সেলিনা হোসেন বলেন, শেখ হাসিনা রাষ্ট্রনৈতিকতা এবং মানবিকতার সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছেন। এদেশের আর্থসামাজিক উন্নতির পাশাপাশি তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন–নারীপুরুষ সমতার সমাজ গঠন, গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প, একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ৭ই মার্চের বিশ্ব-স্বীকৃতি।

মোঃ আবুল মনসুর বলেন, ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ঘাতকরাই পরিণত হয়েছে এদেশের শাসক। তারা আইন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কার্যক্রম বন্ধ করেছে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশকে নেতিবাচক পথে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে বাংলাদেশকে আবার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আভায় স্নাত করার সংগ্রাম শুরু করেন। গণতন্ত্রের

লড়াইয়ের পাশাপাশি মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে এনেছেন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং ধীরে ধীরে উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস মানেই বাংলাদেশের সুস্থ, সুন্দর এবং সফল সড়কে প্রত্যাবর্তন।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, শেখ হাসিনা বাঙালির সংঘশক্তিকে সম্বল করে ১৯৮১ সালে বৈরী পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজেকে এদেশের গরিব-দুঃখী-খেটে খাওয়া মানুষের অবিকল্প নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অর্জন মানে বাংলাদেশেরই অর্জন। আর শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসা মানেই বাংলাদেশের অক্ষত স্বপ্নের ফিরে আসা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথে বাংলাদেশের ফিরে আসা, বিশ্বজয়ের পথে বাঙালির দুর্বার এগিয়ে যাওয়া।

১১.৮ নজরুল বিষয়ক একক বক্তৃতা, নজরুল পুরস্কার-২০২২ প্রদান এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৫শে মে ২০২২ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটি স্মরণে বাংলা একাডেমি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৯শে মে ২০২২ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে নজরুল বিষয়ক একক বক্তৃতা, 'নজরুল পুরস্কার'-২০২২ প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক লীনা তাপসী খান। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর স্মৃতিতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত, মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত *বিদ্রোহী : শতবর্ষে শতদৃষ্টি* গ্রন্থ উন্মোচন করা হয়।

সূচনা বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, নজরুলের অবিস্মরণীয় 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার শতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশে নজরুলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বরণের সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে 'বিদ্রোহী : শতবর্ষের শতদৃষ্টি' শীর্ষক এক ঐতিহাসিক স্মারকগ্রন্থ। এছাড়া বাংলা একাডেমির সেই নজরুল মঞ্চে আমরা 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভাস্কর চৌধুরী জাহানারা পারভীনের শিল্পভাবনায় 'বিদ্রোহী' কবিতার পূর্ণাঙ্গ রূপ ভাস্কর্য আকারে প্রতিস্থাপন করেছি।

বাংলা একাডেমি এ বছর থেকে নজরুলচর্চায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'নজরুল পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে। এখন থেকে প্রতিবছর নজরুল সাহিত্যের একজন গবেষক/সমালোচক/অনুবাদক/নজরুল সংগীত শিল্পীকে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কারের মূল্যমান ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা। 'নজরুল পুরস্কার' ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক-গবেষক, ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর হাতে পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেক, সম্মাননাপত্র, সম্মাননা-স্মারক এবং পুষ্পস্তবক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি–সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, বিশেষ অতিথি– সংস্কৃতি সচিব, বাংলা একাডেমির সভাপতি এবং মহাপরিচালক।

'কাজী নজরুল ইসলাম : বাংলা সংগীতের নবরূপকার' শীর্ষক একক বক্তা অধ্যাপক লীনা তাপসী খান বলেন, নজরুল কবিতার মতোই বাংলা গানের ভুবনে নতুন ভোরের বার্তা বয়ে এনেছেন। নজরুল-সংগীত একদিকে যেমন বাণীর বৈচিত্র্যে ভাস্বর, অন্যদিকে অনন্য সব সুরের ধারায় ঋদ্ধ। তিনি বলেন, নজরুল বাংলা গানকে একক প্রচেষ্টায় কালজয়ী উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এম খালিদ এমপি বলেন, বঙ্গবন্ধু কবি নজরুলের বিদ্রোহ চেতনাকে তাঁর জীবনে অনন্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। তিনিই নজরুলকে ভারত থেকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বাংলাদেশে নিয়ে এসেছেন, জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর গানকে বাংলাদেশের রণসংগীত নির্বাচন করেছেন। তিনি বলেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী আমাদের সমস্ত অন্যায়-অবিচার-অন্ধত্ব-কুসংস্কার-ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ আবুল মনসুর বলেন, নজরুলের জীবনজুড়ে নানা বাধা বিপত্তি এসেছে। কিন্তু তিনি সে সব অতিক্রম করে সমগ্র জাতির জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। নজরুলকে স্মরণ করা মানে বাঙালি জাতিসত্তাকে বিকশিত করা।

১২. অনলাইনভিত্তিক অনুষ্ঠান

১২.১ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১২ই ভাদ্র ১৪২৮/২৭শে আগস্ট ২০২১ শুক্রবার সকাল ৭:৩০টায় তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক নিবেদন করে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা, একাডেমির সচিব, পরিচালক, উপপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিকেল ৪:০০টায় অনলাইনে নজরুল বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান

করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। 'বিদ্রোহী'র শতবর্ষ, জাগরণের শতবর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক খালেদ হোসাইন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী মাহিদুল ইসলাম এবং 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' শীর্ষক নজরুলগীতি পরিবেশন করেন শিল্পী সালাউদ্দিন আহমদ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এম খালিদ এমপি বলেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনে প্রথাগত সীমানা ভেঙেছেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বাংলা কবিতায় তিনি স্বতন্ত্র কাব্যপথের পথিক। নজরুল ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সর্বমানবিক আন্তর্জাতিকতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিদ্রোহী' কবিতার একশ বছর পূর্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও একটি বড় ঘটনা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ আবুল মনসুর বলেন, কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে এবছর। দেশের এবং বিশ্বের সামগ্রিক বাস্তবতাতেও নজরুলের 'বিদ্রোহী' তাঁর প্রবল প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আজও আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ে।

প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষে দাঁড়িয়ে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও তার অম্লান তাৎপর্যের কথা। উপনিবেশবাদের অবসান ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বায়নের শৃঙ্খল আর ধনতন্ত্রের শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচার-নির্যাতনসহ আর্থসামাজিক বৈষম্য সবকিছুই বলবৎ আছে, কোনো ক্ষেত্রে বেড়েছে। পুঁজিতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্রের যৌথ পীড়নে ন্যায়দণ্ড ভূলুণ্ঠিত। 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ তাই আমাদের নতুন করে অন্যায়-অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করার প্রেরণা যোগায়।

আলোচক অধ্যাপক খালেদ হোসাইন বলেন, নজরুলের কবিতার বিদ্রোহ দেশকালের কোনো সীমানা মানে না। ব্যক্তি নজরুলের মতোই দেশ ও কালের গণ্ডি ভেদ করে মানুষের অন্তর্গত বিদ্রোহী সত্তাকে তা হাজির করে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, নজরুল বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণ নতুন স্বরের সংযোজক। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-বলয়ের বাইরে গিয়ে তিনি কবিতা-প্রকরণ, কাব্যভাষা ও বিষয়বস্তুতে নবচেতনা সঞ্চার করেছেন। তাঁর এই নতুনত্বের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও, শতবর্ষ পরেও যার আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা একবিন্দু হ্রাস পায়নি।

স্বাগত বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার পূর্বের বাংলা কবিতা আর 'বিদ্রোহী' রচনার পরের বাংলা কবিতা এক নয়। বাংলা কবিতার গতিপথকে বদলে দিয়েছিল 'বিদ্রোহী' কবিতা। শতবর্ষ পেরিয়ে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা এখনো নতুন তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতায় আমাদের কাছে ধরা দেয়।

১২.২ 'শোক ও শক্তির মাস আগস্ট ২০২১'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শোক ও শক্তির মাস আগস্ট ২০২১' শিরোনামে অনলাইনে আলোচনা, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান ছিল সমাপনী দিন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সকালের আয়োজন ১৬ই ভাদ্র ১৪২৮/৩১শে আগস্ট ২০২১ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টের শহিদ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। 'প্রজন্মের ভাবনায় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহাদাৎ হোসেন নিপু। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসানুজ্জামান কল্লোল। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত স্বরচিতে কবিতা পাঠ করেন কবি মহাদেব সাহা। অনুষ্ঠানে ১৫জন কবি আ.ফ.ম মোদাচ্ছের আলী, কবি পিয়াস মজিদ, ইমরান পরশ, আখতারুল ইসলাম, হানিফ খান, হাসনাইন সাজ্জাদী, গিয়াসউদ্দিন চাষা, কামরুল বাহার আরিফ, মোস্তাফিজুল হক, শিবুকান্তি দাশ, বদরুল হায়দার, সিরাজউদ্দিন সিরুল (সিলেট), কাজী মোহিনী ইসলাম, পৃথ্বিশ চক্রবর্তী, রুহ রুবেল এবং ৮জন বাচিকশিল্পী ফারুক তাহের (চট্টগ্রাম), সুকান্ত গুপ্ত (সিলেট), সাইফুল ইসলাম মল্লিক (খুলনা), মুনা চৌধুরী, নাঈমা রুম্মান, আবু নাসের মানিক, পলি পারভীন, মিজবাহিল মোকার রাবিন বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করেন। সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

প্রাবন্ধিক বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলার তরুণ প্রজন্মের ভালোবাসা গর্ব ও অহংকারের প্রতীক। তিনিই বিশ্বের বুকে আমাদের লাল সবুজের পতাকা বহন করার অধিকার দিয়েছেন।

হাসানুজ্জামান কল্লোল বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষি ও কৃষকবান্ধক জননেতা ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি সারাজীবন কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা রচনায় বাংলার প্রবীণ ও তরুণ কবিরা এবং বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতার আবৃত্তি পরিবেশনে প্রবীণ ও নবীন বাচিকশিল্পীরা যে ভালোবাসা পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের অভিভূত করে।

বেলা ৩:০০টায় অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টের শহিদ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ : স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন-সত্তা-ভবিষ্যৎ ও শ্রমজীবী মানুষ' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক সরিফা সালোয়া ডিনা এবং 'বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এম আবদুল আলীম।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু রচিত ও বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইয়ের ডিজিটাল প্রদর্শনী এবং বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইয়ের ডিজিটাল প্রদর্শনী করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ-পর্বে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি জাহিদুল হক, নাসির আহমেদ, শিহাব সরকার এবং মারুফুল ইসলাম। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিকশিল্পী কৃষ্টি হেফাজ, আহকামউল্লাহ, মাসুদুজ্জামান এবং মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত বক্তব্যে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, বঙ্গবন্ধু স্মরণে বাংলা একাডেমি এক মাসব্যাপী অনলাইন আলোচনা সভা, কবিতাপাঠ এবং আবৃত্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়াস পেয়েছে।

প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সরিফা সালোয়া ডিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলার মেহনতি মানুষের অসহায়তার কথা, তাদের সীমাহীন দারিদ্র্যের কথা জানতেন এবং তা নিরসনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। বঙ্গবন্ধু বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করেননি; রাজনীতি করেন দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে।

প্রবান্ধিক এম আবদুল আলীম বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। এজন্য ছাত্রত্ব হারানোর পাশাপাশি তিনি দীর্ঘ সময় কারাভোগ করেন। অনেক ছাত্রনেতা মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব ফিরে পেলেও তিনি আপস করেননি। বাংলার খেটে-খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন যে লড়াই করেছেন, তার অনুশীলনটিও যেন এ আন্দোলনের মাধ্যমেই সূচিত হয়।

সভাপতির ভাষণে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, বাংলা একাডেমি বৈশ্বিক মহামারি করোনার বিরুদ্ধ-বাস্তবতা মোকাবেলা করে এ বছরের আগস্ট মাসব্যাপী বঙ্গবন্ধু স্মরণে যে অনলাইন আলোচনাসভা, কবিতাপাঠ ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন সুসম্পন্ন করেছে তাতে আমরা দেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত কবি, বাচিকশিল্পী, প্রাবন্ধিক-গবেষক এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা এবং ১৫ই আগস্টের শহিদ স্মরণে নানামাত্রিক নিবন্ধ রচনা করেছেন সম্মানিত লেখকবৃন্দ। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বইয়ের ডিজিটাল প্রদর্শনী ছিল মাসব্যাপী আয়োজনের অনন্য সংযোজন। তিনি বলেন, এ মাসে পঠিত প্রবন্ধ এবং আলোচনা এবং অনুষ্ঠানমালার যাবতীয় সংবাদ প্রতিবেদন নিয়ে অচিরেই বাংলা একাডেমি একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবে।

১২.৩ সৈয়দ শামসুল হকের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৭শে ডিসেম্বর ২০২১/১২ই পৌষ ১৪২৮ সোমবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) নূরুন্নাহার খানম। বক্তৃতা প্রদান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক মোস্তফা তারিকুল আহসান। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন প্রখ্যাত নাট্যজন, মঞ্চসারথি আতাউর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে নূরুন্নাহার খানম বলেন, সৈয়দ শামসুল হক তাঁর অজস্র গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

একক বক্তা অধ্যাপক মোস্তফা তারিকুল আহসান বলেন, সৈয়দ শামসুল হক বিচিত্র ও বিপুল সৃষ্টিতে সবসময়ই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন এবং আমাদের শিল্প-সাহিত্যের সীমানা সম্প্রসারিত করেছেন। প্রাজ্ঞ পাঠকের মনোলোক থেকে সাধারণ মানুষের উচ্চারণে তিনি অনন্য আসন অধিকার করে আছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও কাব্যনাট্যে নাগরিক বোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসা সঞ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠককে সততই নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করেন। তাই অগ্রসর মানুষের জন্য সৈয়দ শামসুল হক-পাঠের কোনো বিকল্প নেই।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আতাউর রহমান বলেন, সৈয়দ শামসুল হক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা না মেনে নিজেই হয়ে উঠেছেন এক বিশাল প্রতিষ্ঠান। নাট্যকলাসহ বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্র তাঁর মৌলিক অবদানে ঋদ্ধ। এক বহুপ্রভা সৃষ্টিমানবের নাম সৈয়দ শামসুল হক; যিনি তারুণ্যের প্রথম প্রভাত থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিচিত্রমুখী সৃষ্টিসুরের গান গেয়ে গেছেন।

সভাপতি কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, সৈয়দ শামসুল হক চিরজীবিত বিশ্ববাঙালি। অন্তর-স্বভাবে এক উধাও বাউল কিন্তু বহিরঙ্গে নিত্য সৃজনমুখর মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিটি অক্ষর নতুনতার স্বাক্ষর। নিজের সৃষ্টিশীলতাকে তিনি বারংবার নিজেই অতিক্রম করে গেছেন। বাংলা এবং সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিণত হয়েছেন ব্যতিক্রমী সৃষ্টিস্বরে। একথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলা ভাষার সর্বকালের অন্যতম মৌলিক লেখকের নাম যেমন সৈয়দ শামসুল হক তেমনি বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটেও তিনি অনন্যতার দাবিদার।

অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'আমার পরিচয়' কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী রূপা চক্রবর্তী।

১২.৪ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৯শে ডিসেম্বর ২০২১/১৪ই পৌষ ১৪২৮ বুধবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) নূরুন্নাহার খানম। বক্তৃতা প্রদান করেন শিল্প-সমালোচক অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে নূরুন্নাহার খানম বলেন, মাটি ও মানুষের শিল্পী জয়নুল আবেদিন তাঁর অসামান্য শিল্পকর্মের গুণে আমাদের মাঝে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক মইনুদ্দীন খালেদ বলেন, জয়নুল আবেদিনকে বুঝতে হলে বাংলা ও বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পটভূমি এবং জাতিতাত্ত্বিক অভিযাত্রা অনুধাবনে রাখতে হবে। বাংলার আবহমান ঐতিহ্য ধারণ করে এ অঞ্চলের মানুষের সংগ্রামী সত্তা তিনি যেভাবে তাঁর চিত্রকর্মে বাঙ্ময় করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ যেমন তাঁর চিত্রে মানবিক-ভাষা লাভ করেছে তেমনি মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণকে তিনি নিজস্ব রূপদক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আবুল মনসুর বলেন, বাংলা ও বাঙালির অকৃত্রিম শিল্পী জয়নুল আবেদিন তাঁর শিল্পকর্মে এই বাংলার গরিব-দুঃখী-খেটে খাওয়া মানুষের মুখচ্ছবি অপরূপ মানবিক ব্যঞ্জনায় ভাস্বর করেছেন। কৃষিভিত্তিক জনপদের জীবনযাপন-রীতিকে তিনি অসাধারণ শিল্পরূপ দান করেছেন। শতবর্ষ পেরিয়েও জয়নুল আবেদিন নিজস্ব সৃষ্টিক্ষমতার গুণে আমাদের কাছে আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, জয়নুল আবেদিন বাংলা মায়ের এক নিপুণ শিল্পীসত্তার নাম, যিনি একইসঙ্গে আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রমভারে নুইয়ে পড়া এবং লড়াইয়ে উচ্চকিত অবয়বকে শিল্পভাষা দান করেছেন। জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। সেজন্য আমরা দেখি, স্বাধীনতার পর জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু সরকার এগিয়ে এসেছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধের শিল্পসেনানী জয়নুল আবেদিনকে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়।

১২.৫ সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেনের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান

সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেনের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১৮ই কার্তিক ১৪২৮/৩রা নভেম্বর ২০২১ বুধবার বিকেল ৪:০০টায় শহিদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষে অনলাইনে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক

সৈয়দ আজিজুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত বক্তব্যে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, বাংলা লোকসাহিত্য এবং বাঙালি লোকসংস্কৃতির ভুবনে দীনেশ চন্দ্র সেন এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁকে স্মরণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সমৃদ্ধ লোকায়ত পটভূমি সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

একক বক্তা অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক বলেন, দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের লোকায়ত প্রেক্ষাপটকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আলোর পরিসরে নিয়ে এসেছেন। জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা এবং শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর সারাজীবন লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিচর্চায় নিবেদন করে গেছেন। ধর্মীয় রক্ষণশীল পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত লোকঐতিহ্যের ধারাকে শক্তিশালী করেছেন; আজকের দিনেও যার প্রাসঙ্গিকতা প্রবলভাবে অনুভূত হয়।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*-এর মতো অসামান্য স্তম্ভপ্রতিম গ্রন্থ প্রণয়ন করে দীনেশ চন্দ্র সেন বহির্বিশ্বে বাংলা সাহিত্যের লোকায়ত ধারাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। জীবনব্যাপী সাধনায় বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিকায়নে অসামান্য ভূমিকা পালন করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

১২.৬ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমি ১২ই মাঘ ১৪২৮/২৬শে জানুয়ারি ২০২২ বুধবার বিকেল ৩:০০টায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনলাইনে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। একক বক্তৃতা প্রদান করেন মধুসূদন গবেষক খসরু পারভেজ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) হাসনা জাহান খানম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলার কবি, বাঙালির কবি। নানান ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে আমৃত্যু তিনি সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

একক বক্তা খসরু পারভেজ বলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যকে নতুন উচ্চতা দান করেছেন। বাংলা কবিতা, নাটক ও প্রহসন তাঁর জাদু-কলমে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সম্মানজনক আসনে উন্নীত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে বসবাস করেও তিনি কখনো ভুলে যাননি বাংলার শ্যামল মৃত্তিকা ও জলের আহ্বান। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন থেকে শুরু করে পুরাণের পুনর্জন্ম দান করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে হাসনা জাহান খানম বলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনায় নারীর সংগ্রামী রূপ ফুটে উঠেছে। অসামান্য দরদ ও শক্তিমত্তায় তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে নারী-পুরুষ উভয়ের সমানাধিকারের বিষয়টি সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় নতুন স্বরের প্রবর্তক। বাংলার ইতিহাস-পুরাণ তাঁর কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের সীমানা সম্প্রসারিত করেছে। তিনি বলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের দ্বিশতবর্ষ সমাগত। আমরা প্রত্যাশা করি বাংলাদেশে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হবে এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।

১২.৭ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমি ১৭ই মাঘ ১৪২৮/৩১শে জানুয়ারি ২০২২ সোমবার বিকেল ৩:০০টায় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ফোকলোর বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনলাইনে বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। বক্তব্য প্রদান করেন রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ এবং বাংলা একাডেমির উপপরিচালক, ফোকলোর গবেষক আমিনুর রহমান সুলতান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রতিভূ। তাঁকে স্মরণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

আলোচকবৃন্দ বলেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁর সম্পাদিত *হারামণি* সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আমাদের লোকসংস্কৃতির সুবিপুল সংগ্রহ *হারামণি*-এর পাতায় পাতায় এ অঞ্চলের তৃণমূলের মানুষের লোকঐতিহ্য বাঙ্ময় হয়ে আছে। তারা বলেন, লোকসংস্কৃতির সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন একই সঙ্গে লোকসংস্কৃতির গবেষক হিসেবেও বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছেন।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে সাবিহা পারভীন বলেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সাধনা আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে উৎসাহিত করে।

সভাপতির বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এক সাধক-মানবের নাম। তিনি সারাজীবন লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সৌধপ্রতিম অমর কীর্তি *হারামণি* আমাদের সাংস্কৃতিক গর্ব। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির ঋদ্ধ-বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারাকে সম্যক উপলব্ধি করতে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

১২.৮ আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মরণে আলোচনা

শিক্ষাবিদ, কবি ও লেখক আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মরণে বাংলা একাডেমি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৩শে মে ২০২২ সোমবার বেলা ১২:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক ঝর্না রহমান এবং শিল্পী সুজিত মোস্তফা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সুব্রত কুমার ভৌমিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচিত সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সুজিত মোস্তফা।

স্বাগত ভাষণে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার সৃজন-মানব। তাঁর সাহিত্যচর্চা ও সামগ্রিক কর্মসাধনা তাঁকে আমাদের সাহিত্যভুবনে অমর করে রাখবে।

আলোচকবৃন্দ বলেন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ-গবেষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যে অনন্য ধারার সূচনা করেছেন। তাঁর কবিতার গীতিমূল্য এবং গানের কাব্যমূল্য উভয়ই স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শিক্ষক হিসেবে তিনি কয়েক প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীর মাঝে ছড়িয়েছেন অনির্বাণ আলোকশিখা। তারা বলেন, ১৯৮৬-৮৯ কালপর্বে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে আবু হেনা মোস্তফা কামাল যে উদ্ভাবনশীলতা এবং সৃজনশীলতার পরিচয় রেখেছেন তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুব্রত কুমার ভৌমিক বলেন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্বল্পায়ু জীবন পেয়েছেন কিন্তু সৃষ্টিকর্মে বিপুলতার সাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনা এবং জীবনচর্চায় সুরুচি এবং সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটেছে সবসময়।

সভাপতির ভাষণে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল একজন ব্যতিক্রমী, প্রতিভাবান, সাহসী সাহিত্যসাধক এবং জীবনসাধক। তাঁর কবিতা ও গানে জীবনের আনন্দিত রূপ যেমন অনুপম ব্যঞ্জনায় ভাস্বর তেমনি তাঁর প্রবন্ধ-গবেষণায় অসাধারণ যুক্তিশৃঙ্খলা এবং সুনিপুণ বিশ্লেষণ আমাদের বিস্মিত করে। তিনি বলেন, উত্তরপ্রজন্মের সাহিত্যচর্চাকারীদের অবশ্যই আবু হেনা মোস্তফা কামালের রচনার নিবিষ্ট পাঠ নেওয়া প্রয়োজন।

১২.৯ আবুল ফজল স্মরণে আলোচনা

সাহিত্যিক আবুল ফজল স্মরণে বাংলা একাডেমি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৩শে মে ২০২২ সোমবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা ও অধ্যাপক তারিক মনজুর। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা।

স্বাগত ভাষণে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, আবুল ফজলের মতো সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে আলোকিত করতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন।

আলোচকবৃন্দ বলেন, আবুল ফজল ছিলেন ঢাকায় ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'–এই ভাবনাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সামাজিক জাগরণের যে ব্রত গ্রহণ করেছিল তার কেন্দ্রভাগে ছিলেন আবুল ফজল। তাঁরা বলেন, আবুল ফজলের চিন্তাবিদ-সত্তা ছায়া ফেলেছে তাঁর সাহিত্যসাধনাতেও। কথাসাহিত্য, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রচিত গ্রন্থসমূহে তাঁর গভীর সৃজনশক্তি এবং স্বচ্ছ মননরীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সাবিহা পারভীন বলেন, আবুল ফজল ছিলেন বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়। তাঁর সাহিত্যচর্চা, সমাজসাধনা এবং রাষ্ট্রচিন্তা তাঁকে একজন অগ্রসর ও দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। আবুল ফজল জাতির ক্রান্তিলগ্নে তাঁর বিবেকি সত্তা সক্রিয় রেখে অন্ধকারে আমাদের আলোর পথনির্দেশ করেছেন।

সভাপতির ভাষণে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, আবুল ফজল সেই মনীষীর নাম, যিনি বলেছিলেন 'একুশ মানে মাথা নত না করা'। একুশের অবিনাশী চেতনা যেমন তিনি ধারণ করেছেন তেমনি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রগতিশীল উত্থানেও রেখেছেন স্মরণীয় ভূমিকা। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর 'মৃতের আত্মহত্যা' গল্প রচনা ও প্রকাশ করে তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করেন যা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়।

১২.১০ কাজী মোতাহার হোসেন স্মরণে আলোচনা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন স্মরণে বাংলা একাডেমি ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৪শে মে ২০২২ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক হাকিম আরিফ ও নিসর্গবিদ মোকারম হোসেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনিরুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলা একাডেমির প্রয়াত মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজীর ১ম প্রয়াণবার্ষিকী স্মরণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

স্বাগত ভাষণে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, কাজী মোতাহার হোসেন এক রেনেসাঁ-মানবের নাম; যিনি শিক্ষা-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংগীত সর্বক্ষেত্রে নতুন যুগের বার্তা বয়ে এনেছেন, ঘনীভূত অন্ধকারে আলোর দিশা দেখিয়েছেন।

আলোচকবৃন্দ বলেন, কাজী মোতাহার হোসেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ। বিজ্ঞানকে মাতৃভাষা বাংলায় জনবোধ্য করতে তিনি আমৃত্যু অসাধারণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। বাঙালি মুসলমানের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে যেমন তিনি নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন তেমনি তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রবন্ধ-নিবন্ধ বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁরা বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কাজী মোতাহার হোসেন নজরুল-চর্চাতেও বিশেষ অবদান রেখে গেছেন।

মনিরুল আলম বলেন, জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এক আলোকবর্তিকার নাম; যিনি জীবনব্যাপী আলোকসাধনা করে গেছেন। বিজ্ঞান-গবেষণায়, সাহিত্য-সাধনায়, সংগীত-চর্চায় তাঁর অবদান মৌলিক এবং অনন্যসাধারণ।

সভাপতির বক্তব্যে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, কাজী মোতাহার হোসেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলা ভাষা চর্চায় যেমন তিনি প্রাগ্রসর-ব্যক্তিত্ব তেমনি মহান ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট তৈরিরও অন্যতম কারিগর তিনি। আমৃত্যু জ্ঞানের সাধনায় আত্মোৎসর্গকারী জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের কর্মময় জীবন থেকে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১২.১১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান

বরেণ্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আচার্য প্রফুল্লাচন্দ্র রায় স্মরণে বাংলা একাডেমি ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৬শে মে ২০২২ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম. লোকমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন লেখক-সাংবাদিক আব্দুল কাইয়ুম এবং বিজ্ঞান লেখক ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এ জে এম আব্দুল্যাহেল বাকী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

স্বাগত ভাষণে এ. এইচ. এম. লোকমান বলেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো মনীষীদের স্মরণ করেই আমরা আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে পারি।

আলোচকবৃন্দ বলেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায় সত্যিকার অর্থেই ছিলেন অনন্য বাঙালি, বহুত্ববাদী বিশ্বনাগরিক। তাঁর বিজ্ঞানচর্চা শুধু কারিগরি বা প্রযুক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ইহজাগতিক-যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের উপাদান ছিল তাতে। একজন অসাধারণ রসায়নবিদ প্রফুল্ল রায় শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার এবং ভারতবর্ষের স্বাধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় রেঁনেসার পুরোধা।

এ জে এম আব্দুল্যাহেল বাকী বলেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো গুণী রসায়নশাস্ত্রবিদ এবং গভীর মননের প্রাবন্ধিক সত্যিই বিরল। একজন নিষ্ঠাবান সমাজ-সংস্কারক, দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নতি বিধানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মহান জীবন ও কর্ম থেকে প্রেরণা নিয়ে আমরা বিজ্ঞাননির্ভর, যুক্তিবাদী বাংলাদেশ গঠনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব।

সভাপতির ভাষণে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, প্রফুল্লচন্দ্র রায় একজন বিশিষ্ট এবং বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি প্রতিভা। রসায়নশাস্ত্রে এবং সার্বিকভাবে বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অবদান মৌলিক এবং অবিস্মরণীয়। তিনি জাতিভেদ প্রথার উর্ধ্বে উঠে স্বদেশের আপামর মানুষের সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, আবার ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্বাদেশিক আন্দোলনের অগ্রভাগে অবস্থান নিয়েছেন।

১২.১২ কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে আলোচনা

কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে বাংলা একাডেমি ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩০শে মে ২০২২ সোমবার সকাল ১১:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক এবং মোজাফ্ফর হোসেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সুব্রত কুমার ভৌমিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম লোকমান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়ের নাম। আকাশচুম্বী পাঠকপ্রিয়তার কারণে তাঁর জনপ্রিয়তা বিষয়ে যতটা আলোচনা হয় তাঁর সাহিত্যের শিল্পমান নিয়ে ততটা আলোচনা হয় না। তবে হুমায়ূন-সাহিত্যের ধারাবাহিক এবং নিবিড় পাঠ আমাদের সামনে এক অসামান্য সাহিত্যস্রষ্টার প্রতিকৃতি তুলে ধরে। তাঁরা বলেন, হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন। অকালমৃত্যু তাঁকে পাঠকের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি বরং প্রতিদিন নতুন নতুন পাঠকের পাঠে এবং বিশ্লেষণে হুমায়ূন আহমেদের নবজন্ম হচ্ছে।

১২.১৩ ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই স্মরণে আলোচনা

ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই স্মরণে বাংলা একাডেমি ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩০শে মে ২০২২ সোমবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ দানীউল হক এবং অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমিন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনিরুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম লোকমান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই ভাষাবিজ্ঞানকে গবেষক এবং সাধারণ পাঠকের কাছে নিয়ে এসেছেন। তাঁর *ধ্বনিবিজ্ঞান এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*সহ অন্যান্য ভাষা বিষয়ক বই এখন পর্যন্ত বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্যতম আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। তাঁরা বলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় যেমন মুহম্মদ আবদুল হাই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তেমনি *বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন* বইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে তিনি যোগ করেছেন বিশেষ মাত্রা। একজন কৃতী

শিক্ষক হিসেবে মুহম্মদ আবদুল হাই উত্তরপ্রজন্মের কাছে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে প্রেম ও দায়িত্ববোধ সঞ্চার করে গেছেন তা কখনো বিস্মৃত হওয়ার নয়।

১২.১৪ বরেণ্য বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা স্মরণে আলোচনা

বরেণ্য বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা স্মরণে বাংলা একাডেমি ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩১শে মে ২০২২ মঙ্গলবার বিকেল ৩:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুনীর হাসান এবং ড. মোঃ হাসান কবীর। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আতাউর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম লোকমান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদা বিজ্ঞান আন্দোলনের মহিরুহের নাম। বিজ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন বিজ্ঞান শুধু প্রযুক্তিগত প্রায়োগিকতা নয়, বিজ্ঞান দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনকে উন্নত করার সোপান। বক্তারা বলেন, কুদরাত-এ-খুদা বাংলাদেশের শিক্ষা আন্দোলনেও এক অপরিহার্য নাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের প্রস্তাবনা ছিল উদার-অসাম্প্রদায়িক-বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন।

১২.১৫ বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু স্মরণে আলোচনা

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু স্মরণে বাংলা একাডেমি ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩১শে মে ২০২২ মঙ্গলবার সকাল ১১:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইনাম আল হক এবং নূরুন্নাহার খানম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির সচিব এ. এইচ. এম লোকমান।

আলোচকবৃন্দ বলেন, জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানবিশ্বে এক বিস্ময়ের নাম। উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্ব আবিষ্কার তাঁর অসামান্য উদ্ভাবন ও কীর্তি। জগদীশচন্দ্র বসু শুধু বিজ্ঞানীই নন; একই সঙ্গে একজন বরেণ্য বিজ্ঞান লেখকও বটে। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব সরলভাবে উপস্থাপন করে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করেছেন। তাঁর রচিত *অব্যক্ত* গ্রন্থটি শুধু বিজ্ঞানের বই-ই নয়;

ভাষা ও শৈলীগুণে তা বাংলা সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। বক্তারা বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের পথে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে জগদীশচন্দ্র বসুকে স্মরণে রাখতে হবে।

১২.১৬ কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্মরণে আলোচনা

বরেণ্য কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্মরণে বাংলা একাডেমি ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/২৯শে মে ২০২২ রবিবার বেলা ১১:০০টায় অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কথাসাহিত্যিক প্রশান্ত মৃধা এবং স্বকৃত নোমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসনা জাহান খানম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমির পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) নূরুন্নাহার খানম। অনুষ্ঠানের শুরুতে অমর একুশের গানের রচয়িতা সদ্যপ্রয়াত আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

সূচনা বক্তব্যে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলাদেশে বসে বিশ্বমানের সাহিত্য সৃজন করেছেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস এবং নাটকে এদেশের মাটিবর্তী মানুষের কণ্ঠস্বর অসাধারণ শিল্পসুষমায় ভাস্বর হয়েছে।

আলোচকবৃন্দ বলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কথাসাহিত্যে দেশভাগের বেদনা যেমন উঠে এসেছে তেমনি ব্যক্তির মনোজগৎ অনন্য শিল্পরীতিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি চেতনাপ্রবাহরীতিসহ সাহিত্যের সর্বসাম্প্রতিক আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন কিন্তু একই সঙ্গে মনোযোগে রেখেছেন সাধারণ পাঠকের কথাও। তাই আমরা দেখি দশকের পর দশক পেরিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন বহুলপঠিত বাঙালি কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত ও সম্মানিত।

হাসনা জাহান খানম বলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শুধু একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকই ছিলেন না, ছিলেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রামের সপক্ষে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন থেকে উত্তর প্রজন্মের নিবিড় সাধনা এবং দেশপ্রেমের শিক্ষা নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একজন বহুমাত্রিক সাহিত্যশিল্পী। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটকে আমরা পাই সাধারণ মানুষের অসাধারণ উপস্থাপন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করলেও কখনো বাংলাদেশ বা বাংলাভাষা থেকে বিস্মৃত হননি যা প্রকৃত বিশ্বমানবের বৈশিষ্ট্য।

১২.১৭ বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি বছরব্যাপী সেমিনার, আলোচনা সভা, স্মরণসভা, স্মারক বক্তৃতা, একক বক্তৃতা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিবস উদ্‌যাপনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৩. অমর একুশে বইমেলা

১৩.১ বইমেলার ইতিহাস

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। সে উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক সরদার জয়েনউদ্দিন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করেন। এতে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলাই ছিল নব্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। বাংলাদেশে প্রথম এই বইমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব সরদার জয়েনউদ্দিনের। এই বইমেলার স্লোগান ছিল– 'সবার জন্য বই'।

বাংলা একাডেমি আয়োজিত ১৯৭৪ সালের জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রকাশক তাঁদের বই নিয়ে একাডেমি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে পসরা সাজিয়ে বসেন। সেই বছর থেকে একুশ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। একাডেমি ওই বছরে প্রকাশ করে *লেখক পরিচিতি* নামে একটি ছোটো বই।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন সাহা ধীরে ধীরে বইমেলা এবং প্রকাশনা শিল্পকে একটি পেশাগত রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে জাপানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হাফিজকেও জাপান থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ওই সময়ে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থাতেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা (review) ও সম্পাদনার ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে পেশাগত স্তরে উন্নীত করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী সাহা।

১৯৮৩ সালে এসে বর্তমান বইমেলার জন্য একটি নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণীত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার ছাত্রমিছিলে ট্রাক তুলে দেওয়ায় দুজন ছাত্র নিহত হন এবং সে-বছর মেলা আর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলার মূল স্লোগান ছিল : 'একুশে আমাদের পরিচয়'।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়, তার প্রথম সংহত অভিব্যক্তি অমর একুশে বইমেলা। দেশের সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠকসমাজ। সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার যাঁরা নিরন্তর সাধক, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে কেবল দেশের নানাপ্রান্ত থেকে নয়, বিদেশে বসবাসরত বাঙালির মধ্য থেকেও বাংলা ভাষাপ্রেমী, বইপ্রেমী মানুষেরা এই মেলায় ছুটে আসেন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যম-কর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি

লেখক ও পাঠকের সমাবেশে বাংলা একাডেমির একুশের এই আয়োজন অনন্যসাধারণ। মূলত বাংলা একাডেমির বইমেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে।

বাঙালির এই প্রাণের মেলা এখন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের প্রায় আট লাখ বর্গফুট এলাকা জুড়ে আয়োজিত হচ্ছে 'অমর একুশে বইমেলা' নামে।

১৩.২ অমর একুশে বইমেলা ২০২২ প্রতিবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকাল ৩:০০টায় প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বইমেলা উদ্বোধন করেন। এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৯তম এবং ভার্চুয়ালি দ্বিতীয় বার বইমেলা উদ্বোধন। এ-সময় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ও সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সভাপতি কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনলাইন উপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে বাংলা একাডেমি প্রান্ত থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ১০জন লেখকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ বছর কবিতায় আসাদ মান্নান ও বিমল গুহ, কথাসাহিত্যে ঝর্না রহমান ও বিশ্বজিৎ চৌধুরী, প্রবন্ধ/গবেষণায় হোসেন উদ্দীন হোসেন, অনুবাদে আমিনুর রহমান ও রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, নাটকে সাধনা আহমেদ, শিশুসাহিত্যে রফিকুর রশীদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় পান্না কায়সার, বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক গবেষণায় হারুন-অর-রশীদ, বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞানে শুভাগত চৌধুরী, আত্মজীবনী/ স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনীতে সুফিয়া খাতুন ও হায়দার আকবর খান রনো এবং ফোকলোরে আমিনুর রহমান সুলতানকে পুরস্কার দেওয়া হয়। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একাডেমি একটি দৃষ্টিনন্দন ও সমৃদ্ধ স্যুভিনির প্রকাশ করে।

এবারের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে। ২০২১ সালের বইমেলা কোভিড মহামারির কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে গতবার মেলা সমাপ্ত ঘোষণা করতে হয়েছিল। এবার যখন মেলার প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু হয় তখনো অনিশ্চয়তা ছিল। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে কোভিড সংক্রমণের হার ছিল ৩০-এর উপরে। ফলে অনেকে ভয়ে ছিলেন, অনেকের মনে আতঙ্ক ছিল আদৌ মেলা করা যাবে কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশক নেতৃবৃন্দ, একাডেমির মহাপরিচালক, মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ও আমাদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়সহ সবার সহযোগিতা নির্দেশনা এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে বইমেলা আয়োজন করা হয়।

বাংলা একাডেমি ও সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান মিলে ৫৩৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৯৫ ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। বাংলা একাডেমিসহ ৩৫টি প্রতিষ্ঠান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ পায়। এবার এক ইউনিটের ৩১০টি, দুই ইউনিটের ১২১টি, তিন ইউনিটের ৪৫টি এবং চার ইউনিটের ২৭টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। শিশুদের জন্য ৬০টি প্রতিষ্ঠান ৯২টি ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেওয়া

হয়। মেলা প্রতিদিন বেলা ৩:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত ও ছুটির দিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত মেলা চলে। এবার শিশু কর্নারে ৬০টি প্রতিষ্ঠানকে ৯২টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। এবার শুরুর দিকে শিশু প্রহর ঘোষণা করা হয়নি। কোভিড-পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বইমেলার দ্বিতীয় সপ্তাহের পর ২৫শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে শিশু প্রহর ঘোষিত হয়। অন্যান্যবারের মতো এবারও শিশু চত্বরে সিসিমপুর আয়োজিত অনুষ্ঠানাদি শিশুরা উপভোগ করে। এবারও কোভিড পরিস্থিতির কারণে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে শিশু-কিশোরদের জন্য আবৃত্তি ও সাধারণ জ্ঞান, সংগীত ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়নি। এবার মোট ৮দিন শিশু প্রহর ছিল। লিটলম্যাগাজিন চত্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের কেন্দ্রীয় চত্বরে স্থান করে দেওয়া হয়। এবার ১০৭টি লিটল ম্যাগাজিনকে স্টল দেওয়া হয়। লিটলম্যাগ চত্বর ভালো স্থানে, উন্মুক্ত পরিসরে এবং এই চত্বরে প্রবেশের জন্য প্রসারিত ও খোলা পথ থাকায় বিশেষভাবে আকর্ষণীয়ও ছিল। এবারে দেশের তরুণ ও সম্ভাবনাময় সাহিত্যকর্মীরা তাঁদের প্রকাশিত ম্যাগাজিন বিক্রয় এবং তাঁদের প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শনের সুযোগ পান।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এবারের বইমেলায় অনেক নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন সম্পর্কিত বিশেষ স্থাপনা করা হয় সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে। মেলা প্রাঙ্গণে নতুন ও দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয়ের চিন্তার ফসল হিসেবে এবার একাডেমি প্রাঙ্গণে 'ভাষাশহিদ মুক্তমঞ্চ' নামে একটি নতুন মঞ্চ করা হয়। এই মঞ্চ আমাদের প্রিয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন। ১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণের ভিডিও উদ্বোধনীর দিন প্রদর্শিত হয়। এ মঞ্চে কবিতা পাঠ, গ্রন্থ উন্মোচন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা নানা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধু, মক্তিযুদ্ধ এবং দেশপ্রেম ও মুক্তচিন্তার অনুকূল বিষয়ে মোট ২০টি চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও ডকোড্রাম প্রদর্শিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকেন্দ্রিক বিস্তৃত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভাগুলোতে ৩৬টি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে। এতে শতাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি আলোচক ও সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন। 'বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ' শীর্ষক শিশু-কিশোর চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজিত হয় একাডেমির নভেরা প্রদর্শনী কক্ষে। এই প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে আঁকা শিশু-কিশোরদের ১২০টি চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়। ২০২২ সালের বইমেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্থাপনা-ধারণা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে মহাপরিচালক মহোদয় পুরস্কার তুলে দেন। স্থাপনা-ধারণা প্রতিযোগিতার 'কারাগারের রোজনামচা' বিভাগে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন ফাহিম ফয়সাল। সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন–অয়ন ভৌমিক, আহমাদ ফাহিমুল আবছার, জুনাইদ মোস্তফা ও আবদুল্লাহ আল মুকিত। 'উদ্ভাবনী পাঠ আসবাব' বিভাগে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন ইশরাত জাহান। সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন–

দীপান্বিতা নন্দী, হুমাইরা বিনতে হান্নান, পারভীন আক্তার, ইসরাত নাহিন খান, শাহ মাহদী হাসান ও মুহাম্মদ বুরহান।

এবার নীতিমালা অমান্য করে স্টলের কাঠামো বানানোর কারণে একটি প্যাভিলিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দুটি স্টলের বিরুদ্ধে নীতিমালা ভঙ্গ করে বই বিক্রি করায় স্টল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৬ই মার্চ ২২টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বইমেলায় এবার ৩৪১৬টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র বইমেলায় বঙ্গবন্ধুর উপর ৪ শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কোনো রাষ্ট্রনেতার উপর এক বছরে এতো বই প্রকাশ একটি বিরল ঘটনা। সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। এতে বাংলা একাডেমি, দেশের লেখক, প্রকাশক, পাঠক ক্রেতা মিলে আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে ৯০৯টি মানসম্পন্ন। ২০২০ সালে ৪৯১৯টি নতুন বইয়ের মধ্যে মানসম্পন্ন বই ছিল ৭৫১টি। এবার ২৬ শতাংশ মানসম্পন্ন বই প্রকাশিত হয়েছে। গতবার মানসম্পন্ন বই ছিল মোট বইয়ের ১৫ শতাংশ। গতবারের চেয়ে এবার বেশিসংখ্যক মানসম্পন্ন বই প্রকাশিত হয়েছে।

এবারের বইমেলায় বাংলা একাডেমিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের বই ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি হয়। ২০২০ সালে বাংলা একাডেমি মোট ২ কোটি ৪৬ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছিল। ২০২১ সালে একাডেমি মাত্র ৪৬ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছিল। ২০২২ সালের বইমেলায় বাংলা একাডেমি মোট ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকার বই বিক্রি করেছে।

প্রতিবারের মতো ২০২২ সালের বইমেলায় ২০২১ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আগামী প্রকাশনী-কে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত গুণমানসম্মত ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ আবুল হাসনাত সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ স্মারক* প্রকাশের জন্য বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স-কে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত গুণমানসম্মত ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ জালাল ফিরোজ রচিত *লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর একদিন* প্রকাশের জন্য জার্নিম্যান বুক্‌স-কে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত গুণমানসম্মত ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত *নবাব সলিমুল্লাহ ও তাঁর সময়* প্রকাশের জন্য প্রথমা প্রকাশন-কে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কথাপ্রকাশ-কে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' ২০২২ প্রদান করা হয়। এছাড়া নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নবান্ন, নিমফিয়া পাবলিকেশন এবং পাঠক সমাবেশকে 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' ২০২২ প্রদান করা হয়। অমর একুশে বইমেলার সমাপনী মঞ্চে এসব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারও বইমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত দিয়ে ও মেলা উদ্বোধন করে আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। বইমেলা নিয়ে শুরুর দিকে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল তা দূর করতে প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্ব দিয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর উপযুক্ত সময় যথোপযুক্ত নির্দেশনা দিয়েছেন। বইমেলা পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিটি কর্পোরেশন, ডেসা, ওয়াসা, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস, মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, র‍্যাব, আনসার, ট্রাফিক, কপিরাইট বিভাগ, সাংস্কৃতিক ও নাট্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ গ্রন্থমেলার আয়োজন ও সাফল্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠান হয় ১৭ই মার্চ। এতে সভাপতিত্ব করেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। মেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বইমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব ড. জালাল আহমেদ।

১৩.৩ অমর একুশে সেমিনার

অমর একুশে বইমেলা ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী সেমিনার ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত আয়োজিত হয় অমর একুশে সেমিনার। বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকেন্দ্রিক বিস্তৃত আলোচনা ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভাগুলোতে ৩৬টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের নির্বাচিত প্রবন্ধকার, আলোচক ও সভাপতিদের নামসহ তালিকা অমর একুশে সেমিনার ২০২২ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন

বিক্রয় ও বিপণন

বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় এবং বিপণনের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই ও পত্রিকা একাডেমির বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রি হয়।

দেশের অভ্যন্তরে বইমেলা

বই বিপণনের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক বছরজুড়ে বইমেলা আয়োজিত হয়। এ বছর বাংলা একাডেমি ১৮টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে।

২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
১	রাজশাহী কবিকুঞ্জ বইমেলা	১২-১৩.১১.২০২১	সাহেদ মন্তাজ ও মো. মহিবুর রহমান
২	বগুড়া লেখক চক্র বইমেলা	২৬-২৭.১১.২০২১	ড. একেএম কুতুবউদ্দিন ও মীর রেজাউল কবীর
৩	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বইমেলা	০৩-০৫.১২.২০২১	মীর রেজাউল কবীর ও আ. মান্নান
৪	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বইমেলা	১১-১৪.১২.২০২১	মো. মহিবুর রহমান ও আ. মান্নান
৫	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বইমেলা	৩০-৩১. ১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	শেখ ফয়সল আমীন, আসমাতুজ্জাহান, মো. রফিকুল ইসলাম
৬	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	সাহেদ মন্তাজ ও মো. মহিবুর রহমান
৭	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজশাহী বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	ড. হাসান কবীর ও মোহাম্মদ আল্ আমীন, মোহাং. আ. মান্নান
৮	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খুলনা বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	আসাদ আহমেদ ও মো. ইবাদুল হক
৯	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বরিশাল বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	ড. একেএম কুতুবউদ্দিন ও রাসেল

১০	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রংপুর বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	এ কিউ এম মাসুদ আলম ও মো. মোশারফ হোসেন
১১	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিলেট বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী ও মো. সাইদুল ইসলাম
১২	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	শাহ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও মো. ইরাদুল হক সরকার
১৩	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কক্সবাজার বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, মো. ইসমাইল হোসেন, মো. রবিউল হক খালাসী
১৪	মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজবাড়ী বইমেলা	৩০-৩১.১২.২০২১ ০১-০২.০১.২০২২	মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, খোন্দকার জিয়াউল আলম
১৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লোকজ মেলা, টুঙ্গিপাড়া	২১-২৬.০৩.২০২২	খালিদ ইবনে মারুফ, মো. মহিবুর রহমান ও মো. আলতাফ হোসেন
১৬	মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বইমেলা ২০২২ ময়মনসিংহ	২৫-৩১.০৩.২০২২	সাহেদ মন্তাজ, মো. ইবাদুল হক ও মুহাম্মদ আশরাফুর রহমান
১৭	গ্লোবাল ভিলেজ বইমেলা ২০২২ গাইবান্ধা	২৪-২৭.০৩.২০২২	রাসেল
১৮	নজরুলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বইমেলা, ত্রিশাল	২৫-২৭.০৫.২০২২	মো. মহিবুর রহমান ও মো. ইবাদুল হক

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী
১.	৪৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা	২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ই মার্চ ২০২২	এ. এইচ. এম. লোকমান, ড. হাসান কবীর, মোহাম্মদ আকবর হোসেন, মো. মোস্তফা রেজাউল করিম, মো. রফিকুল ইসলাম, মো. জাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, মো. মোশারফ ও মো. সজীব আহমেদ
২.	৪০তম আগরতলা বইমেলা	২৫শে মার্চ থেকে ৫ই এপ্রিল ২০২২	মো. আবুল কালাম ও নাজমুল হুসাইন

বাংলা একাডেমি বই বিক্রি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির মোট ৳ ৪,৩২,৪৯,০৭২.১১ (চার কোটি বত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার বাহাত্তর টাকা এগারো পয়সা) টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বই বিক্রির হিসাব

মাসের নাম	নগদ বিক্রয়	বিল মাধ্যমে বিক্রয়	মোট বিক্রয়
জুলাই ২০২১	৪৫৬২৪.৫০	০	৪৫৬২৪.৫০
আগস্ট ২০২১	৩৫৫৬৫৪১.৯৫	০	৩৫৫৬৫৪১.৯৫
সেপ্টেম্বর ২০২১	২৩৭৬৪৭২.০০	২৪১৫০০.০০	২৬১৭৯৭২.০০
অক্টোবর ২০২১	২২৫২৭৮৬.৩৫	২৪৬৮৪৬.০০	২৪৯৯৬৩২.৩৫
নভেম্বর ২০২১	২৪৪৪৮৫১.৫০	৬৫৬৭৮৪.৫০	৩১০১৬৩৬.০০
ডিসেম্বর ২০২১	২৮৬২৮৩৫.৩৫	১১৩০৮৫১.০০	৩৯৯৩৬৮৬.৩৫
জানুয়ারি ২০২২	২৮৪৬১০৯.৭৫	২৪৭০২৪.০০	৩০৯৩১৩৩.৭৫
ফেব্রুয়ারি ২০২২	৭৮৩৫২৮৩.৩০	০	৭৮৩৫২৮৩.৩০
মার্চ ২০২২	৮২৮৭৫৪২.৬০	৪৪২০৮৪.০০	৮৭২৯৬২৬.৬০
এপ্রিল ২০২২	১৫৬১৩২৬.৭৫	৬১৮১৬২.০০	২১৭৯৪৮৮.৭৫
মে ২০২২	১৫০০৮১১.৫০	৮৪৭৫.০০	১৫০৯২৮৬.৫০
জুন ২০২২	৩১২১০৮৪.০৬	৯৬৬০৭৬.০০	৪০৮৭১৬০.০৬
সর্বমোট =	**৩,৮৬,৯১,২৬৯.৬১**	**৪৫,৫৭,৮০২.৫০**	**৪,৩২,৪৯,০৭২.১১**

১৫. পুনর্মুদ্রণ

ক. বাংলা একাডেমির পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ পাঠকের চাহিদা এবং বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগের পরামর্শে বছরজুড়ে বই প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে অভিধান, পরিভাষা, কোষগ্রন্থ, রচনাপঞ্জি, ভাষাবিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলবিষয়ক বই, রচনাবলি, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শন, আইন এবং শিশু-কিশোর সাহিত্য ও আনন্দপঠন বিষয়ক বই উল্লেখযোগ্য।

খ. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে ৬১টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. প্রকাশনা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হলো– অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ-৫টি, ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগ-২টি, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ-২৩টি, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ-৬১টি এবং পত্রিকার সংখ্যা হলো– *ধানশালিকের দেশ*-৪টি, *উত্তরাধিকার*-৩টি, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*-২টি, *বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা*-২টি, *বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা*-২টি, *দি বাংলা একাডেমি জার্নাল*-১টি, *বাংলা একাডেমি বার্তা*-৪টি।

বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকাশিত বই ও পত্রিকার তালিকাসহ বিবরণ পরিশিষ্ট অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৭. জনসংযোগ

১. বাংলা একাডেমির ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ ও একাডেমি গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক প্রচারের লক্ষ্যে জনসংযোগ উপবিভাগ একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি জনগণকে নিয়মিতভাবে অবহিতকরণসহ একাডেমির বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ সকল গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণের ব্যবস্থা করে।

২. বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনলাইন অনুষ্ঠানমালার সংবাদ ও বিবরণ গণমাধ্যমে প্রেরণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা : বৈশ্বিক মহামারি করোনার বৈরী বাস্তবতায় জনসংযোগ উপবিভাগ বাংলা একাডেমি আয়োজিত অনলাইন অনুষ্ঠানমালা এবং সার্বিক কার্যক্রমের বিবরণ সংবাদ মাধ্যম ও জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিল।

৩. দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলা একাডেমির গ্রন্থের পরিচিতিমূলক বিজ্ঞাপন প্রদান করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে।

৪. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ গ্রন্থমালা এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচারকার্য সম্পাদন করেছে।

৫. জনসংযোগ উপবিভাগ কর্তৃক বাংলা একাডেমির সংবাদসংবলিত ত্রৈমাসিক *বাংলা একাডেমি বার্তা* প্রকাশ চলমান রয়েছে।

১৮. পরিষদ

নির্বাহী পরিষদের সভা

বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান

জীবনসদস্য ও সাধারণ সদস্য হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ২১জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমির মোট সদস্য ২৬৩৯জন। এঁদের মধ্যে ফেলো ২৩৫জন, জীবনসদস্য ১৭৭৩জন ও সাধারণ সদস্য ৬৩১জন।

সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভা ২০২১

৯ই পৌষ ১৪২৮/২৪শে ডিসেম্বর ২০২১ শুক্রবার সকাল ৯:০০টায় বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের চুয়াল্লিশতম বার্ষিক সভা ২০২১ একাডেমি

প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন একাডেমির ফেলো শ্রী রামেন্দু মজুমদার। সভা সকাল ৯:০০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত চলে। সভায় ফেলো, জীবনসদস্য, সাধারণ সদস্যসহ সর্বমোট ১৩৬০জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণ, সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণিজন, বাংলা একাডেমির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, আমন্ত্রিত অতিথি, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য (পুলিশ ও আনসার), প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীসহ (প্রায় ৬০০জন) উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশনা

বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো, জীবনসদস্য ও সাধারণ সদস্যদের বিতরণের জন্য কার্যবিবরণী ২০২১, প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, বর্ষপঞ্জি ২০২২ এবং প্রাপ্ত প্রস্তাব ও কর্তৃপক্ষের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০২১ প্রদান

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সামাজিক বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অন্য কোনো বিশেষায়িত ক্ষেত্রে গবেষণা সম্পাদন বা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান রয়েছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের স্বীকৃতি প্রদান ও স্মরণীয় করে রাখতে বাংলা একাডেমি প্রতি বছর 'বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ' প্রদান করে। সাধারণত বাংলাদেশের নাগরিকই সাম্মানিক ফেলোর যোগ্য বিবেচিত হন। তবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভিন্ন দেশের নাগরিককেও বাংলা একাডেমি 'সাম্মানিক ফেলোশিপ' প্রদান করে।

বাংলা একাডেমি এ বছর সাতজন গুণী ব্যক্তিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ ২০২১' প্রদান করে। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভায় (গত ২৪শে ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত) ফেলোশিপপ্রাপ্ত ৭জন বরেণ্য ব্যক্তিকে সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০২১ সালে 'বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ'প্রাপ্তরা হলেন :

১.	মতিয়া চৌধুরী	মুক্তিযুদ্ধ
২.	আজিজুর রহমান আজিজ	সাহিত্য
৩.	ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম	শিল্পকলা-যন্ত্রসংগীত
৪.	ভ্যালোরি অ্যান টেইলর	চিকিৎসা-সমাজসেবা
৫.	শেখ সাদী খান	শিল্পকলা-সংগীত
৬.	ম. হামিদ	সংস্কৃতি-নাটক
৭.	মো. গোলাম কুদ্দুছ	সংস্কৃতি-সংগঠক

২০. পুরস্কার

বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা বাংলা একাডেমির লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমির নিজস্ব পুরস্কার এবং দাতাদের আনুকূল্যে প্রদত্ত নানা পুরস্কার।

২০.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমসাময়িক জীবিত লেখকদের মৌলিক এবং সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজন প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাই বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা। প্রতি বছর মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকদের পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এ বছর বাংলা সাহিত্যের ১১টি শাখায় ১৫ (পনেরো)জনকে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' ২০২১ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রাপ্ত বরেণ্য সাহিত্যিকগণ :

১.	আসাদ মান্নান	কবিতা
২.	বিমল গুহ	কবিতা
৩.	ঝর্না রহমান	কথাসাহিত্য
৪.	বিশ্বজিৎ চৌধুরী	কথাসাহিত্য
৫.	হোসেনউদ্দীন হোসেন	প্রবন্ধ/গবেষণা
৬.	আমিনুর রহমান	অনুবাদ
৭.	রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী	অনুবাদ
৮.	সাধনা আহমেদ	নাটক
৯.	রফিকুর রশীদ	শিশুসাহিত্য
১০.	পান্না কায়সার	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা
১১.	হারুন-অর-রশিদ	বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক গবেষণা
১২.	শুভাগত চৌধুরী	বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশবিজ্ঞান
১৩.	সুফিয়া খাতুন	আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি
১৪.	হায়দার আকবর খান রনো	আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনি
১৫.	আমিনুর রহমান সুলতান	ফোকলোর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ বেলা ৩.০০টায় প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে (ভার্চুয়ালি) অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' ২০২১ প্রাপ্ত বরেণ্য সাহিত্যিকদের পুরস্কারের তিন লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও মেডেল প্রদান করেন।

২০.২ সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান

বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাকালীন স্পেশাল অফিসার মোহম্মদ বরকতুল্লাহর কন্যা নীলুফার বেগম, জামাতা মাহবুব তালুকদার ও পরিবারবর্গের প্রদত্ত অর্থে ২০১৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমি প্রতি বছর 'সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে। বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে মননশীল

মেধাবী, খ্যাতিমান ও প্রতিভাবান প্রবন্ধকারের অবদানের স্বীকৃতি জ্ঞাপনই এ পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

২০২১ সালে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভায় (২৪শে ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত) পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধকারকে ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.৩ মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান

বিজ্ঞানসাহিত্যের জনপ্রিয় লেখকদের সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজন প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানে ২০০৫ সাল থেকে এক বছর অন্তর বাংলা একাডেমি 'মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রদত্ত অর্থে এক বছর মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কার এবং পরবর্তী বছর 'কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

২০২১ সালে মেহের কবীর বিজ্ঞানসাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন পাখি বিশেষজ্ঞ ইনাম আল হক। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভায় (২৪শে ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত) পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে ৳ ১০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.৪ হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার ২০২১ প্রদান

ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি দ্বি-বার্ষিক 'হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার' প্রদান করে। অধ্যক্ষ শইখ শরফুদ্দীন ও হালিমা বেগমের স্মৃতি রক্ষায় এবং বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রন্থাকারদের উল্লেখযোগ্য অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানে পুরস্কার প্রদান বছরের ও অব্যবহিতপূর্ববর্তী বছরে প্রকাশিত মানসম্পন্ন গ্রন্থ এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

২০২১ সালে হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কারে ভূষিত গ্রন্থ : *করোনা বৃত্তান্ত*, গ্রন্থাকার : ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভায় (২৪শে ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত) পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে ৳ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.৫ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০২১ প্রদান

কবি, ফোকলোরবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মযহারুল ইসলামের পরিবার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর এবং পরবর্তী সময়ে প্রতি দ্বি-বর্ষে বাংলা একাডেমি 'মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার' প্রদান করছে। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান কবিদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

২০২১ সালে মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সুকুমার বড়ুয়া। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভায় (২৪শে ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত) পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিকে ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.৬ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ প্রদান

সা'দত আলি আখন্দ-এর কন্যা তাহমিনা হোসেনের প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি প্রতি বছর 'সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদান অথবা উল্লেখকৃত শাখার (কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য, গবেষণা এবং সাহিত্যের অনুবাদ) যে-কোনো শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সাল থেকে বাংলা একডেমি সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করছে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

২০২১ সালে সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ড. তসিকুল ইসলাম রাজা। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভায় (২৪শে ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত) পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে ৳ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.৭ অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার ২০২১ প্রদান

নাট্যকলাবিদ, লেখক, অভিনেতা, ভাষাসৈনিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদের পরিবার প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি এ বছর থেকে 'অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার' প্রদান করছে। প্রতি বছর একজন কৃতি নাট্যজনকে (মঞ্চনাটক রচনা/অভিনয়/নাট্য-নির্দেশনা/আবহসংগীত/ মঞ্চসজ্জা-আলোক-নিয়ন্ত্রণ/শব্দ-নিয়ন্ত্রণ/পোশাক-পরিকল্পনা/নাট্যসমালোচনা বিষয়ে) সার্বিক অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। পুরস্কারের তহবিল বাংলা একাডেমি পরিচালনা করে। তহবিলের অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং এর মুনাফা থেকে পুরস্কার প্রদানের সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

২০২১ সালে অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদার। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৪৪তম বার্ষিক সভায় (২৪শে ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত) পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রীকে ৳ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.৮ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০২২ প্রদান

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সাহিত্যের (কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য ইত্যাদি) যে-কোনো বিষয়ে গবেষণা, সমালোচনা, অনুবাদ ও রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জন্য ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলা একাডেমি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করে। এ বছর পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা। গত ৯ই মে ২০২২ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকীর উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.৯ নজরুল পুরস্কার ২০২২ প্রদান

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সাহিত্যের গবেষণা (কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য ইত্যাদি) সমালোচনা, অনুবাদ ও নজরুলসংগীত চর্চায় এ বছর থেকে বাংলা একাডেমি 'নজরুল পুরস্কার' প্রবর্তন করছে। প্রতি বছর এ পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ৳ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা।

নজরুল পুরস্কার ২০২২-এ ভূষিত হয়েছেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। গত ২৯শে মে ২০২২-এ কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নজরুল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখককে পুরস্কারের চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০.১০ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

অমর একুশে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২০২১ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আগামী প্রকাশনী-কে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত গুণমানসম্মত ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ আবুল হাসনাত সম্পাদিত *বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ স্মারক* প্রকাশের জন্য বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স-কে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত গুণমানসম্মত ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ জালাল ফিরোজ রচিত *লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর একদিন* প্রকাশের জন্য জার্নিম্যান বুক্‌স-কে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত গুণমানসম্মত ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থ সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত *নবাব সলিমুল্লাহ ও তাঁর সময়* প্রকাশের জন্য প্রথমা প্রকাশন-কে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। ২০২১ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত

সর্বাধিক সংখ্যক শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কথাপ্রকাশ-কে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' ২০২২ প্রদান করা হয়। এছাড়া নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নবান্ন, নিমফিয়া পাবলিকেশন এবং পাঠক সমাবেশকে 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' ২০২২ প্রদান করা হয়।

২১. গবেষণা বৃত্তি

১. ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড-এর গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষক নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক মনোনয়ন।

২. গাজী শামসুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল-এর গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষক নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক মনোনয়ন।

৩. মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড-এর গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, গবেষক নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক মনোনয়ন।

২১.১ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড

ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ৳ ১,৬১,৯৬৫.৫৭ (এক লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শত পঁয়ষট্টি) টাকা জমা আছে।

২১.২ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ৳ ৩১,৮৬,২৫৯.০০ (একত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুইশত উনষাট টাকা) জমা আছে।

২১.৩ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল ২০০৫ সালে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : আইন, আইন-দর্শন, বাংলা ভাষায় আইনের ব্যবহার, ইসলাম ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় এবং গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতার আয়োজন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৳ ৫১,০০,০০০.০০ (একান্ন লক্ষ) টাকা।

২২. প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প

২২.১ বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ : অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য– ১. বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন পাঠ-পরিবেশ তৈরির জন্য উন্নতমানের ডিজাইনের ভিত্তিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা; ২. বিশ্বের উন্নত দেশের অত্যাধুনিক গ্রন্থাগারের আদলে পাঠ ও পাঠকসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত টাকা ৳ ২,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পটি অনুমোদন করে। অর্থমন্ত্রণালয় থেকে অর্থছাড় প্রক্রিয়াধীন।

২২.২ 'ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা' শীর্ষক প্রকল্প

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল বাংলা একাডেমি। অমর শহিদদের রক্তের শপথ নিয়ে বাংলাদেশের গণ-মানুষের মনে যে তীব্র জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয় তারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অনন্য এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতি যে স্বপ্ন দেখেছিল তার পরিণত ফলই ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের জনগণের অনুপ্রেরণা ও আদর্শের প্রতীক। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন, পরিচর্যা উন্নয়ন ও উৎকর্ষের সাধন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার অনুশাসনই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। জন্মলগ্ন থেকে একাডেমি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন আরো বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে সরকার এক আইন জারির মাধ্যমে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের অবমুক্তি ঘটিয়ে বাংলা একাডেমির সঙ্গে একীভূত করে অফিস আদালতসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালুর দায়িত্ব এবং শিক্ষার উচ্চস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দায়িত্ব একাডেমির উপর অর্পিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি ধাপে উচ্চশিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা শীর্ষক একাধিক প্রকল্পের কয়েকটি পর্যায়ে সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করে। একাডেমি পারিভাষিক শব্দের অভাব বাহুলাংশে পূর্ণ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দক্ষ লেখক ও কর্মী সৃষ্টি করে। যার ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিকল্পনা আরো সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। প্রস্তাবিত 'ভাষা, সাহিত্য, পাঠ্য ও পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা' শীর্ষক প্রকল্প একটি দীর্ঘস্থায়ী অব্যাহত প্রক্রিয়া। তাই পরবর্তী তিন বছরের জন্য অর্থাৎ (২০২২-২০২৫) মেয়াদে পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য করে তোলার নিমিত্ত এবং শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির বাস্তব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে এবং দেশের উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখতে সক্ষম হবে।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত টাকা ৮ ১৬৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। অর্থমন্ত্রণালয় অর্থ বরাদ্দের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করেছে। প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

২২.৩ 'পুথির লিপ্যন্তর করে বাংলায় বই প্রকাশ এবং পুথিসামগ্রীর ভৌত সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মহাফেজকরণ প্রকল্প

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১. বিভিন্ন লিপির বাংলা ও অন্যান্য লিপির পুথিসমূহের পাঠোদ্ধার করা;
২. পুথির লিপ্যন্তর ও সম্পাদনা করে বাংলায় প্রকাশ করা;
৩. সকল পুথির ভৌত সংরক্ষণ ও ডিজিটাল মহাফেজকরণ।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত টাকা ৳ ১,৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। অর্থমন্ত্রণালয় অর্থ বরাদ্দের প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করেছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত।

২২.৪ 'অনুবাদকর্মের উন্নয়ন : প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা' শীর্ষক প্রকল্প

১. দেশের অনুবাদ সাহিত্যকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করতে মোট ১০০টি অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশ করা;
২. বাংলা ভাষায় রচিত সৃজনশীল, মননশীল এবং ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ক আকরগ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা;
৩. ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে মানসম্মত অনুবাদক তৈরি করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৳ ২২৯৮.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। ডিপিপি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

২২.৫ 'ফোকলোর গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অনুবাদ চর্চাকেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশের বিচিত্র ও বিপুল সংখ্যক লোক-উপাদানসমূহ দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা থেকে খুঁজে বের করে সংগৃহীত উপাদান গ্রন্থাকারে প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যচিত্র/প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি এ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের লোকজসংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু লোকজসংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা লাভ এবং তা সাধারণ মানুষের চর্চা ও গবেষণার জন্য কোনো গবেষণা কেন্দ্র, ইনস্টিটিউট এখনো গড়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের জন্য অনুবাদ করা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের সামনে আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধারার জন্য একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই-২০২১ থেকে জুন ২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত টাকা ৳ ৭,৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা মহাপরিচালক মহোদয় অনুমোদন করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রাক্কলনসহ ডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত।

২২.৬ 'বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্প

মহীয়সী বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ তথা রংপুরকে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম পাদপীঠ হিসেবে গড়ে তোলা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উপমহাদেশের নারী জাগরণ ও শিক্ষা প্রসারে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে শিক্ষাব্রতী, লেখক ও সমাজ সংস্কারক। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহীয়সী এ নারীর স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখা ও তার জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে বিস্তর গবেষণা পরিচালনা করা। এছাড়া বেগম রোকেয়ার স্মৃতিবিজড়িত

বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের মাধ্যমে একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা। সেই সঙ্গে দেশের তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের নারী সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জোর তাগিদ প্রদান করেন।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত টাকা ৮ ৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। প্রকল্পটি স্থাপত্য অধিদপ্তরে নকশা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে সবুজ পাতায় তালিকাভুক্ত।

২২.৭ 'গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্প

বাংলা একাডেমি ভাষা সাহিত্য, সংস্কৃতি গবেষণা ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সেবা প্রদানের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবত বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। এতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রস্তাবিত গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার শীর্ষক প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। উল্লিখিত প্রকল্প এদেশের ছাত্রছাত্রী কর্মজীবী তথা বেকার মানুষকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। আমাদের দেশের গ্রাফিক্স ডিজাইন শিক্ষার প্রসার ঘটাতে কর্মসূচিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

উল্লিখিত কর্মসূচি জুলাই ২০২২ থেকে জনু ২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৮ ৩৫৩৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত হবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান প্রতিবেদনের মেয়াদকালের পর আরো ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। বাংলা একাডেমির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে এই সময়ে আরো নতুন নতুন কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হয়েছে। সকলের মিলিত প্রয়াসে এসব কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(মুহম্মদ নূরুল হুদা)
মহাপরিচালক